হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণতি

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

কলকাতা - ৭০০০৪৫

HRIDAYER SABDOHIN JYOTSNAR BHITOR

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ২০১১

গ্রন্থসত্ত্ব
রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
সৌম্য গঙ্গোপাধ্যায়
ব্লক পি ওয়ান এইচ
শেরউড এস্টেট
১৬৯ এন এস বোস রোড
কলকাতা - ৭০০ ১০৩

পরিবেশক
প্রগতি পাবলিশিং হাউস
১৭০/৪৩ লেক গার্ডেন্স
কলকাতা - ৭০০০৪৫

মুদ্রক
অমিত ব্যানার্জী
টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৩৪৫২১৩৪৯
Website : http://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য
একশ টাকা

উৎসর্গ

ডা. অমিতাভ চট্টরাজ

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- জল থেকে জলে
- লঘু মুহূর্ত
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- জল থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- আগুন ও জলের পিপাসা
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- যে যায়, যে থাকে
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য

সংকেত

অন্ধ বধির ব'লে এরকম বুঝতে পারি
অন্ধ বধির ব'লে এরকম উজানে যাই
অন্ধ বধির ব'লে মিশে যাই শরীর মনে
অন্ধ বধির ব'লে আগুনের সংবেদনে
তৃপ্তির জোয়ার আসে ভেসে যাই সংজ্ঞাহারা।

এরচে' সহজ ক'রে বোঝানো যায় না এসব
রূপকে সংকেতে তাই লিখলাম পংক্তি ক'টি
যে বোঝে বুঝুক যে না বুঝবে তাকেই বলি ঃ
যদি দাও তবেই পাবে এ রসের মাধুর্য তো
অন্ধ বধির হবে বন্ধু নেবে যখন

দু'হাতে বুকের ভিতর তোমার একমাত্র নারী।

শব্দ

যখনই বিষণ্ণ হই দেখি ঠিক পাশে এসে হাঁটে
কষ্টের ভিতরে ম্লান মুখ নিয়ে ব'সে থাকে চুপ
আনন্দে হাসির আলো আকাশে গড়ায়
যখন না কষ্ট সুখ নির্বিকার তখনো নীরবে
চৈতন্যে নিমগ্ন স্তব্ধ নিরুক্ত নিবিড়।

বহু ব্যবহৃত হলে যখনই ফিরিয়ে নিই মুখ
অন্যের দখলে গেলে যখনই ফিরিয়ে নিই মুখ
অনিবার্য প্রয়োজনে না পেয়ে ফিরিয়ে নিলে মুখ
সুদূর দ্যুলোক থেকে বেজে ওঠে আমাকে ফেরাতে।

এমনকি নিঃশেষে স্তব্ধ চরাচরে মিশিয়ে নিজেকে
দেখেছি রয়েছে সুপ্ত অনাহত অদ্ভুত পুষ্পিত
শুনেছি নূপুর বাঁধছে সুবর্ণ কঙ্কন পরছে ছড়াচ্ছে সৌরভ
আমার সমস্ত রক্তচমকিত সত্তায় ছড়াচ্ছে মায়া আলো।

রাত্রিসূক্ত

রাত আসছে। একটু একটু ক'রে রাত আসছে।
দুলে দুলে উঠছে জল। উজানে জোয়ারের চাপ।
স্থির হয়ে আসছে হাওয়া। চুপ হয়ে আসছে মর্মর।
স্তব্ধ হয়ে আসছে চরাচর। যেন অপেক্ষা। যেন
কিসের অপেক্ষা। কিছু একটা ঘটবে। এই রাতে
কিছু একটা ঘটবে। রক্তচলাচল দ্রুততর হচ্ছে
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ভারী। দমবন্ধ একটা রাগ।
চাপা মেঘ। সবাই তাকিয়ে আছে। সবাই। আজ
রাতের কাণ্ডকারখানা দেখবে বলে। কিন্তু
আমি জানি কেউ দেখতে পাবে না। দীক্ষিত
ছাড়া কেউ অনুভব করতে পারবে না। এই আনন্দরস।
এই মধুবিদ্যা। এই আদিমতা। এই রাত্রিসূক্ত।

আজ

আজ তোমরা এসো। আজ তীব্র শারীরিক।
আজ তোমরা থেকো না। আজ অরণ্যে আগুন।
আজ গুপ্ত গুহাপথ ডেকে নিয়ে চলেছে আমাকে।
কোথাও জলের শব্দ ছলাৎছল কোথায় কোথায়?
কোথাও শিসের শব্দ চাবুক ধুলোর ঘূর্ণি ঝড়।
আজ তোমরা এসো। বাইরে দরজা দেবো। এসো।

কবিতা ও তোমার দায়বদ্ধতা

সবই কবিতা নেবে? সব দায় একা কবিতার?
আর তুমি বাড়ি করবে বাইরে যাবে সেক্রেটারি হবে?
আর তুমি চিঠি লিখবে যেতে বলবে যেতে বলে
মাত্র এক চামচ—
আমার অধ্যাত্মবোধ অন্য, ধারাবাহিকতা ভাঙা
আমার তো বিত্ত নেই উচ্চ মধ্য নিম্ন কোনো কিছু
আমার প্রথমতমা পিপাসা অতৃপ্ত বড়ো
অবিমৃশ্যকারী

চিত্তের স্বৈরীণি বৃত্তি স্থির স্তব্ধ অনীশাত্মা।
তুমি
সহস্র রক্তের ধারাস্নান করো পান করো কণ্ঠে মুণ্ডমালা
ক'রে রাখো—
আমার কি। তুমি কি জানো না
স্পর্শাতীত তোমাকে কে নিংড়ে নেয়?
তুমি কি বোঝো না
বিরোধাভাসের শীর্ষে সহস্র শরীরে পান করে
কে তোমাকে? জানো না কি প্রতিটি কলায়
কার উন্মোচন ঘটে পদ্মের পাপড়িরা খুলে যায়
কে করে জিহ্বায় স্পর্শ শুষে নিতে
ও আনন্দরস?
এসবই কবিতা বলবে? সব দায় একা কবিতার?
আর তুমি শুধুমাত্র লিফটের ভিতরে একদিন
আর তুমি শুধুমাত্র জোকার বাড়িতে একদিন
আর তুমি শুধুমাত্র সাবলীল চিঠিতে চিঠিতে ....

সহস্রশীর্ষা

পান করব। কই দাও পাত্র ভ'রে। চুমুকে চুমুকে
তোমার প্রতিটি বিন্দু শুষে নেবে আজ
সর্বপায়ী অস্তিত্ব শেকড়। আজও শারদীয়া রাত
লেগে আছে সর্বাঙ্গের পিপাসা জাগিয়ে
জেগে আছে কৈশোরের যৌবনের দুটি শুভ্র নদী
জীবনের দুটি প্রান্তে স্তব্ধবুক পাথরে বালিতে।
স্নান করব। ঢালো ধারা। সর্বাঙ্গীন স্নান।
তুমিই পিপাসা খিদে হাহাকার ধুলো আর বালি
তুমিই পানীয় খাদ্য তৃপ্তি সুখ সহস্র শরীরে।

ভাগ্যিস

শুধু কবিতাই পড়ি। আমার আগ্রহ নেই কোনো
কবিকে দেখার। তাঁর বাড়ি গিয়ে আলাপ করার।
কেন নেই? ভয়। যদি সত্যি সে কবি না হয়? যদি
তার দাঁত নখ লোম চোখে পড়ে? তার চেয়ে বেশ
বানানো পাহাড় নদী উপত্যকা অরণ্য প্রান্তর
প্রেম ট্রেম মনুষ্যত্ব বোধ টোধ নিছক শব্দের।

আশ্চর্য। কবির তবে দাঁত নখ থাকতে নেই? তার
ধান্দাবাজ ফেরেব্বাজ ভণ্ড হতে নেই? সেকি তবে
সাধুবাবা হবে নাকি? কবি তো মানুষ। যে মানুষ
এখন বেকার ভাই গলগ্রহ জনকজননী—
অনায়াসে ভুলে থাকে। সে তবু লিখবে না
সৌভ্রাতৃত্ব বিশ্বপ্রেম? শব্দে গেঁথে গেঁথে?

জানি না। ভাগ্যিস কোনো নিয়ম করোনি কবি সহ
কবিতা পড়তেই হবে—কবিদের বাড়ি যেতে হবে
দস্তুর হাসির সামনে সঙ্কুচিত করজোড় দাঁড়াতেই হবে।

কথা

আমাকে বলেছিলে, এখন নয়, তবে একদিন যাবো।
বলেছিলে, এখনো সময় হয়নি।

'এখনো' মানে কতোদিন?
ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে
আকাশে রক্তমেঘ ফিকে হতে হতে বিবর্ণ
চকের গুঁড়োয় শাদা হয়ে গেছে আমাদের মাথা
ডানা মেলে উড়ে গেছে সন্তানসন্ততি
স্তব্ধ দুপুর শূন্য বিকেল ম্লান সন্ধে
ছাতে বসে দেখি একটি দুটি ক'রে
ফুটে উঠছে হাজার তারা—

এখনো সময় হয়নি!

আমাকে বলেছিলে, একদিন যাবো।

আমি কোনোদিন মনে করিয়ে দেবো না।
যেমন দিইনি
তোমার অনেক কথা না রাখার
লজ্জার ইতিহাস।

প্রার্থনা

আমি প্রার্থনা করি : আরোগ্য লাভ করো।
আমি প্রার্থনা করি : দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠো তুমি।
আমি প্রার্থনা করি : ওকে ভালো করো ঠাকুর।

শুনেছি প্রার্থনার অমোঘ শক্তি।
সে তো প্রার্থনার।
আমার কই?
প্রার্থনা করতে জানি না আমি।
আমাকে সেই শক্তিটুকুও দাও।

জয়যুক্ত হোক প্রার্থনা।

দুর্বল

বলহীন কিছুই পারে না
মা, আমি তা হাড়ে হাড়ে জানি।
সেই কবে থেকে হাঁটছি
টলোমলো পায়ে—
তুমি যেন দেখেও দেখো না
কবে কাছে এসে টেনে নেবে।

রহস্য গল্প

এই ভালো। এই সরলতা।
আমি এই মুখ লুকোবো না।
লুকিয়েছে আমার বন্ধুরা
শত্রুরাও। কাউকে এখন
চিনে নিতে বেশ কষ্ট হয়।

এই ভালো। এই একা একা।
আমি সংঘে নাম লেখাবো না।
লিখিয়েছে আমার বন্ধুরা
শত্রুরাও। এখন কারোর
ব্যক্তিগত পবিত্রতা নেই।

তবে শোনো। মুখে কোনো কিছু
লেখাই থাকে না। শুধু ভয়।
সংঘের ওপারে তথাগত
কেউ তার খবর রাখে না।
সবাই দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়
রোদে জলে সারি সারি ট্র্যাকে—

এ এক রহস্যগল্প। আমি
এত ধারাবাহিকতা মেলাতে পারিনা।

স্থির বিষয়ের দিকে

স্থির বিষয়ের দিকে যেতে যেতে সহসা কখন
চমকে উঠি—দেখি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি
বিরাট শূন্যের সামনে—শূন্যের ভিতরে
অজস্র পৃথিবী—আমি শব্দহারা বাক্যহারা দেখি
আমার অস্তিত্ব মুচড়ে জ্বলছে নিভছে
কোটি সৌরলোক।

নিরুদ্ধ কণ্ঠ

ঘুম হয়নি। খোকনের ভীষণ অসুখ।
সমস্ত শরীরে জ্বালা। চিকেন পক্স। আমি
এমনিতে নার্ভাস। সর্বোপরি
পক্সের রুগী কখনো জীবনে দেখিনি।

ওকে একা একলা ঘরে রাখতে হয়েছে।
আমরা মা-বাবা পাশের ঘরে
ঘুমোতে পারিনি। সারারাত
ওর কাশি ওর কষ্ট চাপা যন্ত্রণার
নিঃশব্দ কাতর শব্দ—

বাবরের মতো
জানি না প্রার্থনা করতে
শুধু কষ্ট হয়
হৃদয়ের শিরা ছিঁড়ে চোখে আসে জল
অস্ফুট নিরুদ্ধ কণ্ঠে ডেকে উঠি ঈশ্বর ঈশ্বর।

ছায়া

যেদিকে তাকাই দেখি মুখে মুখে ছায়া
কবির বেশ্যার গণনেতার এমনকি
কেরাণির স্কুল সেক্রেটারীরও—চারপাশে
দেখি ছায়া কলেজের মাস্টারের ভাড়াটে গুণ্ডার
গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বারের

আসা যাওয়া

যে কথা পড়ে রইল পথে
অনেক কথাই গেল ভেসে
বহু কথা বলাই হলো না
এই ব্যাকুলতা তুমি নাও।

আমি আর এখানে আসবো না।

কে আমাকে কতটুকু জানে
লেগে রইল কতো অপমান
কে কে ভালবাসা দিয়েছিল
দেখ সব গাঢ়তর নীল।

আমার সমস্ত কথা থাক।

তুমি বলো এরপর থেকে
এর কোনো শেষ নেই তাই
কাউকে নিতেই হবে ভার
এরকমই পুরনো নিয়ম।

আমি না এলেও ক্ষতি নেই।
এই যে গেলাম কিবা তাতে।

পিছু পিছু
বর্গাদারের
আমি ছায়া কুস্তিগীর নই
আমার নিজের মুখে স্কুলমাস্টারের ঝাপসা আলো
তবু সব ছায়ামূর্তি প্রেতায়িত চারপাশে আমার
গেরুয়া সবুজ লাল শাদা কালো
ফেটি বাঁধা সব
সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে
চতুর্দিকে দল
ছায়া চতুর জটিল ধূর্ত ছায়া।

কবিসভায়

আমাকেও পড়তে দিতে হবে—বলে আস্তিন গুটিয়ে
মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোন দখল করলেন
যিনি
তিনি মফস্বলে নামজাদা একজন দুঁদে কবি
সহসা ধাঁ ক'রে একখানা আধলা ইঁট
তাঁর কান ঘেঁষে ছুটে গেল
পুলিশ পুলিশ—এই যে এদিকে এক্সিট
কোলাপসিবল খুলে দিন এই যে কোলাপসিবল
অন্ধকার রবীন্দ্রভবন জুড়ে হট্টগোল দুদ্দাড় দুদ্দাড়—

একপাটি চটি পায়ে একপাটি খুইয়ে কোনোক্রমে
বাহিরে দম ফেলে এসে দুজনে দাঁড়াই
সন্ধ্যা গাঢ়
আলোগুলি জ্বলে পড়ে শান্ত স্থির দেবদারুর সারি
পাতাগুলি স্তব্ধ ঊর্ধ্বে তখনো লালের আভা লেগে
কোথাও সুগন্ধ ঢেলে মধুমালতীর লতা মৃদু হাসছে যেন
দুজনে বিস্রস্ত চুল আঙুলে বিন্যস্ত করতে করতে
অন্ধকারে হেঁটে যাই—।

চৌত্রিশবছর পরে

অনেকদিন আগে একটা কবিতা লিখেছিলাম।
কলেজ ম্যাগাজিনে।
                    আজ সেটা মনে ভেসে উঠলো।
তাতে আদিত্য হেমাঙ্গ চিত্তকে ভুলবো না
                                        বলেছিলাম।
আদিত্য নেই, হেমাঙ্গ নিখোঁজ, চিত্তর সঙ্গে
                                        মাঝে মাঝে দেখা হয়।
আমি কাউকেই ভুলিনি।
কলেজের পাশে সেই ভেজা ভেজা আলতালাল পথ
কেঁদুভির দিকে আজো চ'লে গেছে—
                                        কিন্তু সে পথে আর
                                                অমিতা হেঁটে যায় না
ওর সঙ্গে শেষ দেখা দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের
                                        প্রায়ান্ধকার করিডোরে।
চৌত্রিশ বছর পরে ওই কবিতাটার কথা
                                        মনে পড়লো কেন?
আদিত্য হেমাঙ্গ চিত্ত আমার সহপাঠী মাত্র
অমিতাও
          কেউই আমার বন্ধু ছিলো না
তবু আজ ওদের জন্য এই ঠাণ্ডা ঘরে বসে
                                        আবার একটা কবিতা লিখে ফেললুম।

সাহস

সাহস ছিলো না। তীব্র বিষাক্ত পাতার বন ছিলো
বনের ভিতরে অন্ধ অজগর চক্ষের সম্মুখে কৃষ্ণমৃগ।

সাহস ছিলো না। পথ প্ররোচিত সন্ধ্যা জ্বরোজ্বরো
চক্ষের সম্মুখে শ্লথ এলোমেলো পায়ে বাড়ি ফেরা।

অন্ধকার করিডোর অন্ধকার নেমে যাওয়া সিঁড়ি
চারতলা থেকে নামছে মাটি নেই পায়ের তলাতে।

সাহস ছিলো না। ছিলো নির্ধারিত দিবসরজনী।
গোপন ভ্রমণ ইচ্ছা পাহাড়ে নদীতে ঘন বনে।

সাহস ছিলো না? বলো কেঁদুড়ির অন্ধকার মাঠ?
সাহস ছিলো না বলো ডেকে আনতে আমার বন্ধুকে?

সাহস সাহস। আজ প্রায় রাত্রি শব্দ ক'রে বলে
সাহস সাহস। আজও যমুনায় জলের কল্লোলে।

ফোন

তাহলে বন্ধুকে ডাকি?
না আজ নিজেরা।
না না ডাকি।

মেঘে মেঘে বজ্রে ও বিদ্যুতে
রাত্রি ভেঙে গুঁড়ো।

খোলা জানালায় ছাদে ল্যাম্পপোস্টে
অন্ধ বোবা আলো।

চুম্বক পাহাড়, ফুঁসছে সমুদ্র, অদূরে
লাইট হাউস ফোন ক্রিরিং ক্রিরিং।

ছবি

সব আগুনের তৈরী সব।
লাল নীল লতাপাতা
এমনকি বাথটবের জল অবধি
প্রতিটি রোমরাজি
পিচ্ছিল আগুনে তৈরী
ছোঁয়া যায় না।
শুধু তুমি
তুমি জ্বলে ওঠো
আমাকে নেভাতে।

ছন্দপতন

কথা ছিলো না যাবো।

রটিয়ে দিলো তাই
গোপন সন্ধ্যাই।
বৃষ্টির কিংখাবও।

কথা ছিলো না আর

দেখবো তোমার মুখ।
অজস্র উৎসুক
চেলা চামুণ্ডার।

সাক্ষী

আমার দূরে থাকাই ভালো যেকোনো অজুহাতে
নইলে ওরা জানতে পারে কোথায় কোন রাতে
খুইয়েছিলে ব্রহ্মচর্য। সমস্ত আশ্রম
নষ্ট হবে যতই বোঝাও ঃ সবই আমার ভ্রম।

আমার খুলে বলাই ভালো ধর্মসভা ডেকে
কী জন্যে আজ পালিয়ে গেছো মৌন টিলা থেকে
কী জন্যে আজ বারণ করো ঃ ওর কাছে যাবি না
কারণ তোমার সেই ঘটনার সাক্ষী আমি কি না।

সত্য

যেমনি কিছু বানাতে যাই সামনে আসো
যেমনি কিছু বানাতে যাই আগলে দাঁড়াও
ভীষণ তোমার মূর্তি দাঁড়াও উলঙ্গিনী
জন্মাবধি হাড়ে হাড়ে তোমায় চিনি।
কেন? আমায় বলতে বলো তোমার কথা
বলবো কাকে? যেমন ধরো পতিব্রতা
সাধ্বীকে কি স্বৈরিণী কেউ বলবে বলো?
কিংবা কামুক সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ হলো?
বলতে গেলেই হিরণ্ময় ওই পাত্রখানি
আড়াল করো আর ঘটে যায় রাহাজানি
সমস্ত সাম্রাজ্যে তোমার। আকাশ চিরে
রশ্মিচ্ছটায় এখান থেকে গঙ্গাতীরে
স্পষ্ট দেখি দ্যুলোক ভূলোক আমায় দিতে
ডাকছো ব্যাকুল গায়ত্রীময় ব্যাহৃতিতে।

ঘুমের চারপাশে

আমার ঘুমের চারপাশে
ঘন শ্যাওলা জলজ উদ্ভিদ
ছায়াচ্ছন্ন দমবন্ধ ঝোপ
তীব্র তারস্বর টানা ঝিঁঝিঁ
হলুদ সবুজ নীল আলো
অচেতন অবচেতনের
অপর্যাপ্ত অস্থায়ী শব্দেরা।

আমার ঘুমের চারপাশে
শব্দভীরু মায়াবী যন্ত্রণা
আমার ঘুমের চারপাশে
নিসর্গপ্রতিম হাহাকার
আমার ঘুমের চারপাশে
তোমার অতীত জলভার
তোমার অতীত জলভার।

শূন্যবাদ

শুধু যে আমার কোনো গ্রাম নেই এরকম নয়
শুধু যে আমার কোনো রাজধানী নেই
এরকমও নয়, দেশকালাতীত কার্যকারণের
সম্বন্ধবিহীন আমি আত্মপরিচয়হীন একা।

এই বোধও প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে বদলে যায়
যদি না চঞ্চল মন সংকল্পে বিকল্পে মেতে থাকে
যদি না লোভার্ত মুঠো কামক্রোধমোহ না ভাসায়
পরিণামহীন জলে ঃ নিজেই নিজেকে ডাকি আয়

আর গূঢ় গায়ত্রীর ছন্দে এক ব্যাকুল ব্যাহৃতি
সত্তায় কি ওতপ্রোত! দেখি এই মৃত্তিকার প্রতিটি শিকড়
আমিই—কি সর্বপায়ী—সর্বভুক-সর্বস্ব আমার
একা তবু সহস্রের চলাচলে কী বিরোধাভাস।

শুধু যে আমার কোনো মুক্তি নেই এরকম নয়
শুধু যে আমার কোনো গোপনীয় নির্জন ছিলো না
শুধু যে আমার কোনো মৃত্যু নেই এরকমও না
ধর্ম নেই সংঘ নেই তথাগত নেই সত্তা ছাড়া

গঙ্গাতীরে চণ্ডালের প্রেতায়িত প্রপন্ন হাসিতে।

বিনষ্টি

সবার কি সব সাজে? এই সব ভুলে
মাশুল আদায় করে। সময় থাকে না
তখন ফেরার। তার জেগে ওঠাটুকু
বাসায় কি নিয়ে যায় দিনান্তের পাখি?

আমরা জানি না। কেউ জানে। তবু চুপ।
আর নাম রূপ নিয়ে পড়ে মাতামাতি।
আর মেঘ বৃষ্টি হাওয়া বিদ্যুৎ সম্বল
রাত্রির বিনষ্টি ঝ'রে দীর্ঘ চরাচরে।

বেদী

তবু তুমি ব'সে আছো নিজের বেদীতে?
একি অহংকার নয়? অভিমান নয়?
তাহলে তোর ঢের ভালো দিনাতিপাতের
নির্বোধ মনুর, ভালো দুঃখী কুলবধূ।
আরো ভালো পথে পথে নন্দিত ভিখিরী।
তুমি লিখবে? অভিমানী বেদীতে এভাবে?

লিখতে লিখতে

আমাকে লিখতে হয় ছাত্রদের জন্যে নোটিস
বাজারের ফর্দ বিবাহের চিঠি বন্ধুর বিড়ির বিজ্ঞাপন
বিদায় সম্বর্ধনার 'হে মহাত্মন—'
আমাকে লিখতে হয় কিছু কিছু আবেদনপত্র
লিখতে লিখতে কোথাও কোথাও এক আধ টুকরো রোদ্দুর
জ্যোৎস্নার ফালি পাখির সামান্য ডানা
গাছের পাতার গা বেয়ে পড়া এক বিন্দু জল
লেগে যায়—
আর সেসব মুছে ফেলতে গিয়ে দেখি একটা আশ্চর্য কষ্ট!

পুনরাগমন

ছুটি শেষ। পুনর্বার ফিরে আসবে সেই
অতি দ্রুত ন'টার সকাল। মুখে নাকে
দুটি গুঁজে ছুটতে ছুটতে কাঠজুড়িডাঙায়
বাসের হাপিত্যেসের অপেক্ষা এবং
বিপজ্জনক ঝুলে যেতে যেতে অনুপ্রবেশ
তারই মধ্যে তামাশায় ডেলিপ্যাসেঞ্জার
হাসায় ও রাজা উজির বধ করে মুখস্থ স্টপেজে
নামতে উঠতে কুরুক্ষেত্র তারই মধ্যে কারো
চক্ষুলগ্ন রাজকন্যে কণ্ঠলগ্ন হয়ে রয়ে যায়।
ছুটি শেষ। পুনর্বার কাঁটায় কাঁটায়
ঘণ্টা সেই পিরিয়ড লক বার্কলে থেকে

কণনেট অবজেক্ট অন্দি সেই শাদা চকে
ব্ল্যাকবোর্ড ও মাথা মুখ ভ'রে উঠবে রোজ
ঝকঝকে তরুণ থেকে ছেঁড়া ম্লান কাঁধের চাদরে
ইনক্রিমেন্ট রোপা ডি.এ. লালু বীরাপ্পান
বাড়ি ফিরতে সন্ধে হবে হয়তো রাত, কেউ
সারাদিন একা একা ক্লান্ততম বাসস্টপে দাঁড়াবে।
তারপর রাত বাড়বে টুকরো টুকরো কথা
শিশিরে নিঃশব্দ হবে আকাশে তখন
একজন স্কুলমাস্টারের চোখের স্বপ্নের মতন
হয়তো স্পন্দিত হবে না লেখা কবিতা।

মনোনয়ন

রাঢ়ের রূঢ় দহন পোড়ায় বর্ষা ভেজায়
শীতের নখে আঁচড়ে এসে, তবু আমার
শিক্ষা হয় না। কে যায় কে যায়?
বলতে বলতে একলা সারা বছর কাবার।

কে যেন এক বাউলপ্রতীম এই আমাকে
জাগতে ব'লে উধাও ও আসঙ্গরতা
পদ্মিনীও ফেলেই গেছে দুর্বিপাকে
হাত পেতেছে সংখ্যালঘু পার্থিবতা

এখন বাতাস নড়ায় না যে ধর্মকলও
পরের মুখে ঝাল খেয়ে যায় চামুণ্ডারা
দৈবে তুমি পদ্য পড়ে টলোমলো
নইলে কবে পঞ্চায়েতে যেতাম মারা

যেমন গেছে শঙ্খচিলের ডানার শব্দ
অতনুসংহিতার পাতা উপবীতও
অন্ধ যখন মেনেছি সবই প্রারব্ধ
এ পদ্য কি যোগ্য হতে মনোনীত?

টেলিফোন বুথ

একদিন চন্দনের কাছে
একটি চন্দনবর্ণ হাত
মুঠোতে কয়েকটি মুদ্রা আছে
বিল দিচ্ছে ঃ চোখে অকস্মাৎ—

মুখ দেখা যাচ্ছিল না তবু
বিস্ফারিত বরুণ ঘটক
আমি একটু প্রৌঢ় জবুথবু
তবু এই দুচক্ষু আটক

আজ তীব্র আনাজপাটিতে
সেই হাত কাটা চিহ্ন নেই
এ পাড়ায় নতুনচটিতে!
মুখ তুলে দেখছি কেউ নেই।

কার্তিকের নির্মল গগনে
একটি চন্দনবর্ণ হাত
খুঁজতে কেন চাই প্রাণপণে?
মহান্তী সাহেব হেসে কাৎ।

বিজয়ার চিঠি

এখন কোথাও কোনো যুদ্ধ নেই যুদ্ধের মহড়া
সমস্ত সীমান্ত থেকে নিয়মিত চিঠিপত্র আসে
পরিচর্যাভারাতুর রমণীর সন্দেহের কড়া
হয়তো নাড়ে না কেউ কথা ওঠে ইঙ্গিতে আভাসে

প্রাচীন পয়ারকীর্ণ পংক্তিমালা প্রতিযোগীহীন
ছন্দপতনের দৃশ্যে হেসে ওঠে সামাজিক ভাবে
নিজেকে নিজের প্রতিপক্ষ ক'রে কাটে রাত্রিদিন
তুমি কি আবার তাঁর আধ্যাত্মিকতাতেই যাবে?

আপাতত অনাশ্রিতা ভেবে তিনি দীক্ষান্ত ভাষণ
যেই শেষ করতে উঠে তাকালেন দুচোখে তোমার
তনুসংহিতার পাতা উড়ে উড়ে জানালো শাসন
মুহূর্তে এ দৃশ্য আমি তুলে ফেলে যেন বিধাতার

শাপে স্পৃষ্ট জুড়ে যাই মৃতদের মতো যথারীতি
সুদূর সীমান্ত থেকে ফিরে আসে শিকারী সৈনিক
আর মাত্রাবৃত্ত দেখি ছাপা হয়, বিজয়ার প্রীতি
যেসব চিঠিতে, পোস্টম্যান যাকে তাকে দিয়ে দিক

দাম্পত্য

অনেকক্ষণ লিখেছো নাও এবার একটু গড়িয়ে
ছড়িয়ে ও পাশে হাত পা মাথা তাকাই কিছু বলি না
ঘড়ির কাঁটা একটা ছুঁয়ে চাদরটা নিই জড়িয়ে
মাত্রা একটু বেশিই ছিল কই তবু তো টলি না।

বেশ কয়েকবার যেতে যখন সম্পাদকও বিরক্ত
মনোনয়ন ঘটল, চিঠি দেখাই এলে সবাইকে
কাগজ দেখি বিজ্ঞাপনের হুমড়ি খেয়ে ফি হপ্তা
বলেও রাখি আমার ছাত্র গোবিন্দ ও নবাইকে
দিনের পিঠে দিন গড়ায় মাসের পিঠে মাসান্ত

উপচে পড়ে উত্তেজিত পদ্যে খাতা, গৃহিণী
বছর দুয়েক কাটিলে করেন কাগজকে খুব বাপান্ত
ছাত্রদেরও কাছে দাঁড়াই সসঙ্কোচে শ্রীহীনই

কুমুদ কল্‌হার

কখনো গল্পের কোনো রীতি নেই, নিজস্ব নিয়মে
তার শুরু তার শেষ, মিথ্যে কেঁদে কেঁদে কেঁদে ফেরা
জন্মের অন্তরা থেকে মৃত্যুর মৃদঙ্গ থামে সমে
লোহা ও আগুন ছুঁয়ে বাড়ি ফেরে শববাহকেরা

বস্তুত কোথায় শেষ কোনখানে শুরু সেই কথা
জানতে যায় রাজপুত্র ফেলে রাজাপাট কাঁথা প'রে
দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে চিরদিন হয় না অন্যথা
শুধু 'ভালবাসি' এই শব্দ কাঁপে চূড়ান্ত অক্ষরে

সমস্ত রীতির বাইরে অনুশাসনের ঊর্ধ্বে কেউ
ছুঁয়ে থাকে বুড়ি তার বয়স বাড়ে না কোনোদিন
প্রাকৃতিক স্পর্ধা নিয়ে সংসারের তামাশা সত্ত্বেও
লেখে : 'ভালবাসি', লিখে শোধ করে জীবনের ঋণ

বেহিসেবী পদ্ম ফোটে হেসে হেসে সহস্রারে তার
সে জানে না সে চেনে না অনাভিধানিক কোনো কুমুদ কল্‌হার।

প্রচ্ছদ

শুভর দুপুর, দীর্ঘ বিষণ্ণ বেদনা ভারাতুর
রূঢ় রোদ্দুরের গন্ধ তীক্ষ্ণ নখ বৃষ্টিরেখা শীত
নীলাভ হিমেল হাওয়া নিরুপায় হাওয়া
ব্যর্থ এম.এ. ডি.ফিলের ভার্সিটির স্মৃতি
আশুতোষ দ্বারভাঙার ঝাপসা করিডোর
কলকাতা বাঁকুড়া জুড়ে আত্মঘাতী সাঁকো
অক্ষরবৃত্তের মধ্যে অবিমৃশ্যকারীতায় জ্বলো—
শুভর দুপুর কোনো গল্প নয় মুখর মলাট।
শুভর বিকেল, শান্ত উন্মিলীত রাতের আকাশে

রক্তমেঘছটা শুভ্র স্নেহার্ত মন্থর
ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকা অখণ্ডমণ্ডলাকার গুলি
স্মৃতিচিহ্নহীন স্নিগ্ধসায়াহ্ন ঘনিম
অনন্ত সৈকত আদি অবসানহীন ঊর্মিমালা
মন্ত্রমুগ্ধ ব্যাহৃতির—শুভর বিকেল
গল্প নয় লোককাহিনীও নয় মুখর মলাট।

অনুবাদ

ছেলেবেলা থেকেই অনুবাদ করছি।
রোদ্দুর ছায়া আলো অন্ধকার বৃষ্টি শীত।
অনুবাদ করছি তোমাদের জন্যে
সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তি সফলতা ব্যর্থতার
অনুবাদ করে দিচ্ছি তোমাদের—
অনুবাদ করছি ঘরোয়া কাহিনী থেকে
সর্বজনীন সমস্ত গল্প
এমনকি মূল রচনাকারকেও মাঝে মাঝে

কলকাতা

বাঁকুড়ার বালুচরী ঘোড়া দশাবতার তাস
থেকে শুরু ক'রে কুষ্ঠরোগী পর্যন্ত
তোমরা বিখ্যাত করেছো
বাঁকুড়ার এবড়ো খেবড়ো মানুষ ও
এমনকি তার খরাও

শুধু তার এক কবির অতি ব্যক্তিগত নারীকে
লুকিয়ে রেখেছো শহর জঙ্গলে
যে সকৌতুকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে
ঠিকানা দেয় না
বাড়িতে যেতে বলে তাকে নিয়ে মজা করবে বলে

সংসার

বুলু গিয়েছে বোম্বাম
কলকাতাতে রাকা
বাবাও রাজধানী
আমরা ঘরে দুজন

আমরা ঘরে দুজন
বুলু বাবা রাকার
সদ্যোতীত স্মৃতি
সকাল দুপুর বিকেল

সমস্ত ঘর খালি
বইয়ের তাক টেবিল
ওদের ব্যবহৃত
টুকরো টুকরো জিনিস

শিকড় নেমে আসে
মাটির মতো হৃদয়
জলের মতো হৃদয়
স্মৃতির এতো শিকড়

এখনো তাও স্কুল
রেবার এবং আমার
এখনো তাও আসে
পুরনো বন্ধুরা

আর কিছুদিন পরে
আর কিছুদিন পরে
হৃদয় হলে আকাশ
সব কি হবে তারা?

এক দাম্ভিক কবি

তুমি কোনো কবিসভা না মাড়ালে কেউ
দাম্ভিক বলতেই পারে, অনুপস্থিতিকে
তা'বলে অকবি আখ্যা চরম মূর্খেও
দেবে না, ধিক্কার পড়বে তাতে চতুর্দিকে।

তুমি কোনো চক্ষুলগ্না মেয়েকে অক্লেশে
চ'লে যেতে দিতে পারো তার মানে এই
নয় যে প্রেমিক নও, কেন গেল হেসে
সে তন্বী? নির্জন পাখি ঠিক শুধাবেই।
তোমার এসব নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা কি
কখনো লিখেছে কিছু? পাখি নদী ছাড়া?
তোমার নিজের দুর্গে শুনি আছে নাকি
তিব্বতী পুঁথির জাদু মমির শিরদাঁড়া?

তোমাকে স্বীকৃতি দিতে, অক্ষমেরা জানে,
একদিন ভাঙতে হবে একশো আট সিঁড়ি
আপাতত বেতো রুগী বসেছে ময়দানে
হাওয়া খেতে, কারো মাথা, ফুঁকে টুকে বিড়ি।

কথোপকথন

শুধুই বক্তব্যসার বাক্যগুলি কবিতা বলবো না।
তাহলে কী অর্থহীন সুন্দর প্রলাপ? তাহলে কি—
হ্যাঁ তাই—সুন্দর, অর্থ নিয়ে কোনো বিড়ম্বনা নেই
সে তো এগুলিও—, নয়? সুন্দর—? এগুলি—?
এগুলি গদ্যের মতো নিষ্ঠুর, বাজে না মর্মদেশে—
আপনি ঘুরে ফিরে সেই ছন্দে যেতে চান, কিন্তু—
হ্যাঁ আমি শরীর চাই অবয়ব পূর্ণাঙ্গ প্রতিমা
তাহলে কিঙ্করদা? তাঁর মূর্তিগুলি? এবড়ো খেবড়ো দেহ?
সেখানে বুদ্ধির তৃপ্তি চিত্তের বিশ্রাম আছে আরও—
তাহলে—তাহলে—ব'লে হেঁটে যায় মায়াবী কিশোর।

উহ্

একটি বইয়েরও রিভিউ হলো না ব'লে
দুঃখ ছিলোই। ঠিকানা জানি না কারো
ফলে প্রিয় সব কবিদেরও হাতে দিতে
পারিনি। ফলত তোমরা মনের সুখে
আমাকে পারোনি, বইগুলি বল্মীকে
ঢেকে দিয়ে দিলে যথার্থ সম্মান।

সন্ধ্যা

লুকিয়ে আজও রেখেছি সেই ভয়
লুকিয়ে আজও রেখেছি সেই জ্বালা
লুকিয়ে আজও রেখেছি তন্ময়
সন্ধ্যাবেলার চুম্বনের সংজ্ঞাহীন ডালা

সাজিয়ে আজও রেখেছি সেই মুখ
সাজিয়ে আজও রেখেছি সেই জল
সাজিয়ে আজও রেখেছি উৎসুক
উপেক্ষার উন্মাদিনী চাতুর্যের ছল

রাখিনি আমি রাখতে পারিনি যে
প্রথম সেই শৃঙ্গারের সন্ধ্যা ভিজে ভিজে।

হিতোপদেশ

গ্রামে থাকো লেখো গ্রামের দুঃখ সুখ
শহর তোমার 'স' এর উচ্চারণে
খুঁত ধ'রে তবু হতে চাও উজবুক
নাগরিক? যাও মহানগরীর বনে।

বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথার ঝুড়ি
ভালো কি কষ্টে ওভাবে উপুড় করা?
বয়স তো প্রায় হয়ে এল তিন কুড়ি
দীক্ষা নিয়েছো? তাই এত মনমরা—!

শোনো, কবি কেউ হয় না পদ্য লিখে
শিল্প জানে না কলেজে পড়ানো শিখে।

চরিত্র

এরকম
নাহলে কি বলতো ওরা
স্বৈরিণী

সারাদিন
সূর্য দিতো রোদ্দুরের এই
পাহারা?

সারারাত
বন্দিনীকে রাখতো ফুলের
সুগন্ধ?

দেবীরা
ঈর্ষাকাতর ঝাঁপ দিত ওই
নদীতে?

আলাদা
পুরাণ কি আর লিখতো কোনো
মহর্ষি?

আমরা
কবিরা আজ ওই যে গাথা
অজস্র

চুম্বনের
মতো দিলাম তোমায়
সকলে

হতো কি
মুক্তি আমার মতো পাপীর
বলো না।

টুরিস্ট

কিছুই পাবে না। শুধু পাথর ও ফাটল
শুধু বালি কাঁটালতা প্রেতায়িত ঝাউ
শুধু ব্যথা ক্ষত ভয় অশরীরী নীল
আর হাওয়া এলোমেলো হাওয়া

যদিও মৃত্তিকালগ্ন জীবন তবুও
মাটি কিছু মনে রাখে? কোনোদিন রাখে?
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এতো! কিছু রাখে হাওয়া?
এতো হিমেনীল দুঃখ! রেখেছে আকাশ?

শব্দের শরীর ছুঁয়ে ছন্দের প্রত্যঙ্গ স্পর্শ ক'রে
আত্মার অলীক আলো সর্বাঙ্গে জড়িয়ে
দেখো কী শূন্যতা আর তার গাঢ় নীল!
তুমিও টুরিস্ট হ'লে মহাযানী শ্রমণ আমার!

কিছুই পাবে না। শুধু বদ্ধমূল প্রবুদ্ধ বিশ্বাস
শাখা প্রশাখার ছায়া পুরু শ্যাওলা সিঁড়ি
পড়ন্ত বিকেল বাংলো আচ্ছন্ন সন্ধ্যার
সুজাতা। রক্তের মধ্যে চুপিসাড়ে ঘুমন্ত সাহস।

বিরুদ্ধ

আমি তোমাকে দেখতে গেলাম চুপি চুপি
গোপন সন্ধ্যা সেই কথা রটিয়ে দিলো।

তুমি আমাকে কথা দিয়েও কথা রাখোনি
সে কথা কেউ বললো না তাই লিখতে হলো।

তোমার মানায়, তেজীয়সাং ন দোষায়।
আমি ভীষণ দুর্বলতায় জীর্ণ শীর্ণ।

তোমার আমার চরিত্র খুব বিরুদ্ধ তাই
এই ভালো—পাঁচ বছর পরে আবার যাবো।

একটি অনিঃশেষ গল্পে

এই বুঝি এলো, তার সগর্জন নিঃশ্বাসের হাওয়া
জানালাগুলি বন্ধ ক'রে দরজা খুলে দেয় মায়ারাত
দিশেহারা চাঁদ ডোবে দূর বনান্তরে কেঁপে কেঁপে
সমস্ত শরীর ঘন অরণ্যের রোমাঞ্চ ভয়ের
ধীরে ধীরে জেগে ওঠে শ্রোণীভারাদলসগমনা
পরমপিপাসাপ্রিয় সাঙ্কেতিক আগুনের তাপে।

আমি তো কাছেই থাকি। পাশাপাশি। সমস্ত বৈভব
হাতে নিয়ে। তবু তার এলোমেলো ঘূর্ণী ঝড়ো হাওয়া
অগ্নিশিহরিত আভা আস্তৃত রাত্রির সনিশ্বাস
আগমনাতুর রাগ ওকে করে ছোবলউদ্যত
ভীষণ ক্ষমতাবলে যে নেবে সমস্ত শিরা পেতে
ওই বিষ ওই দাহ ওই লাল চূড়ান্ত দংশন।

তারপর গল্প শুরু। আমি পড়ি। পিচ্ছিল খাড়াই।
মুহূর্তে মুহূর্তে বাঁক। কপট ভর্ৎসনা। দাঁতে দাঁত
নিষ্করুণ কারুকার্যে ডুবে যাই গবেষক ছাত্রের মতন
কখন যে মিশে যাই উঠে যাই অশরীরী আমি
ওদের প্রতিটি স্তবে চণ্ডরাগে উপসৃপ্তকে ও পীড়িতকে

জানি না। বাতাস থামে। পাণ্ডুলিপি ভেজা। ছেঁড়া পাতা।
রাত্রি ঘুম ভেঙে দেখে এতো বৃষ্টি। বিন্দু বিন্দু সুধা
চাঁদের কলঙ্ক জুড়ে। রুদ্ধদল মুকুল আবার
কাল ফুটবে ব'লে স্থির। ঘুমোই আমিও পাঠ ফেলে।

লোক কাহিনী

এ আমার ঘরোয়া কাহিনী। ঘরে ঘরে
কী ক'রে ছড়ায় ব্রতে তুষুতে পৌঁছোলো?
স্বতন্ত্র পুরাণ ঘেঁটে ভার্সিটি চত্বরে
ডি.লিটের পাতাগুলি মেধাবিনী, তোলো।

স্বপ্ন পারাবার

হাঁটতে হাঁটতে অলোকরঞ্জন
বাড়ি ফিরে সুখেন্দু মল্লিক
পথ ও বাড়ির মাঝে শঙ্খ ঘোষ নন
আনন্দ বাগচীই যেন দিক

সুনির্ণয় ক'রে আজও কবিতা লেখায়
লেখাগুলি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন পারাবারে ভেসে ভেসে যায়।

কালাভ্রাভাং কটাক্ষে

দেখালে কীভাবে সূচের ভিতরে উট
যাতায়াত করে, নিজে সরে যায় ছায়া
কটাক্ষে কালো অভ্র আভায় জ্বলে
সসাগরা এই ধরিত্রী মহামায়া।

মহামেঘপ্রভাং শ্যামা

কাল পশ্চিমে মহামেঘ উঠেছিল
ভুলে থাকা এই কবিকে জানাতে ঃ তুমি
আমাকে ভোলোনি মহামেঘপ্রভা শ্যামা।

বিপরীতরতাতুরাং

বিপরীত রতি আতুরা মেয়েটি কাল
আমাকে দেখেই লজ্জায় সেকি লাল
জিভ বের করে দাঁড়িয়ে পাথর হলো
তখন মধ্যঅমানিশা ছলোছলো।

শাক্তাচারপ্রিয়ে

আমি বৈষ্ণব। আমাকে দীক্ষা দিলে।
শাক্ত আচার জানি তো তোমার প্রিয়
একটি মাত্র রাত্রি এখানে ছিলে—
জনপদগাথা সে কথা অসহনীয়।

শরৎ গোধূলি

তোমার প্রতিটি আক্রমণ
গ্রীক স্থাপত্যের শিল্পে কাঁপে
আর আমার শিল্পভুক মন
ফুটে ওঠে সেই উষ্ণ তাপে

তোমার সমস্ত উপেক্ষাকে
ভর করতে দেখি কবিতায়
লিখে ফেলে শোনাতে তোমাকে
ডায়মণ্ড পার্কে যাওয়া যায়?

তোমার কয়েকটি খোলা চিঠি
আমার কয়েকটি বন্ধ খাম
শেষমেষ শুভ্র খিটিমিটি
বিকেল তো পেরিয়ে এলাম

এরপর ধূসর গোধূলি
এরপর সায়াহ্নের আলো
তুমি ভোলো আমিও তো ভুলি
বিজয়া। কেমন আছো? ভালো?

এই জলে এ পাথরে

একদিন এ পাথর গ'লে যাবে দেখো
একদিন এই জল প্রস্তরীভূতও হতে পারে

ততক্ষণ চলো যাই নদীর কিনারে
ততক্ষণ এসো এই মরমী দাওয়ায়

বহুদিন আমাদের কেঁদুডির মাঠে
বহুদিন আমাদের সেই রেলব্রীজে
বহুদিন চাঁদমারীডাঙার রাস্তায়

গড়িয়ে পড়েনি অতি ব্যক্তিগত আলো
জড়িয়ে পড়েনি অতিব্যক্তিগত ছায়া

একদিন সব অমীমাংসিত হাওয়া
একদিন যাবতীয় বৃষ্টির আশ্রয়

এই জলে ভেসে যাবে রাত্রির কাঁসাই।
এ পাথরে স্থির হবে ও দারুবিগ্রহ।

কোড

আমার গ্রামের নাম বলেছি
পোস্টাফিসের নাম বলেছি
বাংলার কোন জেলা তাও।

তবু কেন ঠিকানা যে চাও
কোনোমতে এখনো বুঝি না।

তবে কি এখন চিঠি আসে না?
তবে কি এখন সেই লোকটি
লণ্ঠন জ্বেলে বেশ সন্ধ্যায়
যে আমার বহু চিঠি আনতো
নেই আর? ঢের আগে সন্ধ্যার
সাইকেলে চেপে আসে পোস্টম্যান
সে কি খোঁজে তবে কোনো পিনকোড?

সে সব আমার ঠিক জানা নেই।

আমার গ্রামের নাম বলেছি
পোস্টাপিসের নাম বলেছি
কোন জেলা তাও—কোড জানি না।

দূরে এসে

ঈশ্বরে বিশ্বাস ক'রে এত দূর এগিয়ে এখন
যদি হঠকারীতায় বেদীতলে মাথা না ঠেকাই
নিজেকে নিজের কাছে ছোট লাগে। জানি তুমি এতে
ভ্রূক্ষেপ করো না, জানি কোনোদিন এসবে তোমার
আগ্রহ ছিল না।
                    আজ বহুদিন পর কাছে গিয়ে
দাঁড়াতে যে জয় সে তো আমারই। এ পৌত্তলিক মন
প্রবালের চরে একা এপারে ওপারে গঙ্গা ধায়
তীরে উঠে কলরব গেল গেল পটের আকাশে
তুমি তাও নিরাসক্ত।
                    আমি এই ভালবাসা আজও
কোথাও লেখিনি, তীব্র কৌতূহল এর পরিণামে—
কৌতুকও। আমার জেদ (অভিমানগুলি মাঝে মাঝে)
প্রতিবাদে মুখর প্রচ্ছদে প্রায় প্রচ্ছন্ন প্রেমিক।
নিজের এমন আত্মকরুণায় মুক্তি চাই ব'লে এই দাহ?
তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।
                    আঘাতে আঘাতে এতোকাল।
শ্রবণশিহরশীর্ষে কেঁপে যায় সংরাগসম্মত
আমার আহ্নিক সন্ধ্যা ব্যাহৃতিবিধৃত চরাচরে
তোমাকে বিশ্বাস ক'রে অবিশ্বাস ক'রে ভালবেসে
না বেসে সমস্ত তীব্র বিরোধাভাসের বৈতালিকে
ভুলের হৃদয়তলে। আজ
                    যদি না মার্জনা করি এতে
কার যে কী এসে যাবে জানি জানে সামান্য পিঁপড়েও
বহুদূর চ'লে এসে ফিরে গেলে আর আমার স্বগৃহ পাবো না।

শুধু আজ

দেখেছি নদীর জলে মেঘের ছায়ায় ছড়াতে
আমারই ব্যাকুলতার প্রবাহনীল দিনান্ত
কোনোদিন বলিনি তার ভানায় কেন আমারই
লেগেছে চঞ্চলতা অন্ধকারের; যেও না—
তবে কি শব্দ থেকে তুলতে আজও পারিনি
লুকোনো সত্য? তুমি বৃষ্টি দিয়ে আড়ালে
ঢেকেছো আমারই মুখ, দেখাতে খুব কুণ্ঠিত?
জানি না কিছুই আজও ও-নদীজল দিনান্ত
বুঝি না বৃন্তচ্যুত ছোট্ট পাতা তোমাকেও
দেখি না হাত ধরে কে উধাও পাহাড় সমুদ্র
শুধু আজ বিকেল ফুরোয় হাতের মুঠোয় আসক্তির
শুধু আজ পথের ধুলোয় ফুরোয় ভ্রমণ-আনন্দ
শুধু আজ সারাজীবন জলের ফোঁটা পাতাতে
আমি আর চা'ব না ওই ওষ্ঠ দুটি সচুম্বন

বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে

বৃষ্টিতে তোমার মুখ গ'লে যায় ঢেকে যায় মেঘে
শৈশবের মতো স্মৃতি কৈশোরের মতো নীল স্মৃতি—
তোমার আঁচল ওড়ে আকাশে আকাশে
আমার সমস্ত ভয় বেদনা শুয়েছে দ্রবীভূত
দুটি চোখে—ভেসে যায় স্নেহার্ত সুন্দর
আমার দুঃখের মূর্তি গ'লে যায় তৃণে ও তারায়
আমার দুঃখের গান বেজে ওঠে স্বর্গে ও পাতালে
ছায়াপথ থেকে ভোরে শিশিরবিন্দুর জলে কাঁপে
আমার দুঃখের স্নেহকলরব নৈঃশব্দনিবিড়
নির্জন নদীর কাছে পাহাড়ের প্রান্তরের কাছে
তোমার মধুর স্পর্শ তোমার অমৃতস্পর্শ আজ
আমি স্নান পান করি প্রবাহতরল এত স্নেহ
এত দুর ছড়িয়েছে আমি ঘুরে ঘুরে দিশেহারা
তৃপ্তিহীন ক্লান্তিহীন অনিঃশেষ পিপাসাকাতর
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে তুমি সারারাত সারাদিনমান
আমার সমস্ত কান্না ধুয়ে দিতে আকাশ ঢেকেছো!

ক্লান্তিরেখায়

একটি জীবন ক্লান্তিরেখায় একা
সামনে পিছনে ধু ধু মরুময় মাঠ
কাঁটাজমি টিলা বালিকঙ্কাল নদী
পাথরে পাথরে ছড়ায় অগ্নিকণা
ঘন নীল বনে বনদেবতার রোষ
জলে ঝড়ে ত্রাস মলমাস মালভূমি

একটি জীবন আগুনে পোড়ে না, জলে
ভাসাতে পারে না বরফে ঢেকেছে চূড়া
পদতলে প্রায় আকাশস্পর্শী বন
ক্লান্তিরেখায় জ্বলে যায় অকারণ।

পারি না

আর কোনো মানে হয় না
তবু যাই তবু ফিরে আসি
মুগ্ধ-তীর নদীটির অস্পষ্ট ছায়াতে
কোথাও শিমুল ছিল শাখায় মান্ধাতারাত পেঁচা
রুক্ষ কাঁটাজমি চিরে শাদা পথ
হেঁটেছে মানুষ
বালির চিতায় ছাই অস্পষ্ট অঙ্গার
পুড়েছে মানুষ
বুকফাটা ধূসর ইঁট ধু ধু ঘাস সাপের খোলস
মানুষের ঘর
গল্পের বইয়ের মতো দ্রুত পাতা শেষ হয়ে আসে
আর কোনো ব্যঞ্জনা নেই
তবু কী আকাঙ্ক্ষা আকুলতা
অকারণ ভারী হয়ে জল পড়ে চোখ থেকে পথে
না গিয়ে পারি না কোনোমতে
মুগ্ধতীর নদীটির ধূসর ছায়াতে।

এপিটাফ

এখানে ছিল কবির দিনগুলি
ওখানে ছিল কবির সব রাত
যেখানে দিন রাতের মাঝখানে
একাকী কবি সেখানে চলো যাই

ছিল না সুখ ছিল না ভালবাসা
আঁধারঘেরা ঘনায়মান মেঘ
মায়ের মতো ব্যাকুল জল পড়ে
ওপারে শুধু ধু ধু অধীর হাওয়া

দেখেছ চোখে জমেছে ধুলোবালি
উঠেছে দেহে কতো যে কাঁটালতা
এসেছে বনদেবতা পদতলে
বলয় তারই ঘাসের জঙ্গলে

গুহ্য

তোমাকে কি তুলে দিই? এরকম প্রসিদ্ধ ভুলের
দুটি একটি গুপ্ত পথ মূর্খেরা জানে না—
ঘন জঙ্গলের মধ্যে সিঁথিপথ বুনো গন্ধে চতুর চড়াই
আদিম জলের শব্দ পাথরের অগোচর দাহ
বিষাক্ত পাতার লাল লেগে যায় চাঁদের আলোতে
আঙুলের চাঁপা থেকে সৌরভ-চঞ্চল
স্থির স্পর্শ চেনায় যে সাঁকো
আমি তা কি পেরোইনি?
তুমি বলো প্রথাসিদ্ধ মণ্ডনের চেয়ে এই রাত
লক্ষগুণ স্বাদু কিনা রম্য কিনা গোপন গম্ভীরা?
তোমাকে ভাসাই যতো ততো বেশি ফিরে ফিরে আসো
আত্মহারা উৎসমূলে
সে তোমাকে যতো বেশি শুষে
আমার সহস্রশীর্ষপুরুষত্বপ্রহতপ্রতিমা
তুমি ততো নিজে হাতে ছড়াও আমাকে
ছড়াতে আতুর অন্ধ চাপা রাগে আনন্দের নীলে
তোমাকে কি তুলে দিই?
শুধু পাথরের বক্ষভার?
প্রকৃত চৈতনাতত্ত্ব সাড়ে তিনজন মাত্র জানে!

সকলের শেষ হলে

তোমাদের শেষ হ'লে শুরু করি আমরা দুজনে
তখন গল্পের রেখা বেঁকে যায় ভেঙে যায় পথ
ধূসর অপেক্ষা তার বুক থেকে খুলে রাখে ভয়
জটিল শিকড় নামে বজ্রকোমলতা নিয়ে রাগে
পাথরে পাথরে অন্ধসংস্কার স্বর্গনরকের সীমারেখা
ফেটে যায় ওঠে জলপ্রবাহ তরল পিপাসায়

আমাদের শেষ জলে চাঁদ ডুবে যায় নীল মনে
দুটি একটি পাতা ঝ'রে শব্দ হয় কাছাকাছি বনে
প্রবেশ নিষেধ লিখে শেষ রাত্রি চ'লে যায় শুতে
তারাদের কাঁথা মুড়ি দিয়ে পাশ ফেরে শুশুনিয়া।

রীতিনীতি

এরকমই রীতি।
আমি আভিজাত্যবোধে স্থির ব'লে
এত ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে যাই।
গয়নার নৌকোয়
নিজে হাতে দাঁড় ধরি।
অনুশাসনের তীর থেকে
অন্ধকার জলে স্রোতে। তোমার কি ভয় করে আর?
আত্মার সর্বাঙ্গ থেকে সংস্কারগুলি
দেখোনি কেমন করে খুলি?
নিজে হাতে?
এরকমই রীতি।
আমি আনুগত্যবোধে মায়াবলে
যাকে ডেকে সঙ্গে নিই বিশ্বাসপ্রবণ
তোমাকে দেখাতে খুলে গুপ্ত গুহা মুখ
তাকে আর ভয় করে?
চোখের কোটরে অন্ধ লতাপাতা জাল
চিত্রিত করোটি হাতে সহাস্য কঙ্কাল
বহুদিন মৃত এক নদীর বালির শাদা চিতা
প্রথাসিদ্ধভাবে উঠে আসতে চায়
তোমাকে বলি না
এরকমই রীতি।
আমি জন্মহীন মৃত্যুহীন বোধে
অমরত্বে হেসে উঠি একা একা বড় বেশি একা।

পাথর

"আজ খুব নিচু ক'রে বলি, তুই নেমে যা নেমে যা
পাথর, দেবতা ভেবে বুকে তুলেছিলাম, ..."

ভুলের ভিতর থেকে উঠে আসো ভস্মমাখা দেহ
আমার পানের পাত্রে কারুকার্য দেখেছো সন্ন্যাসী?
তুমি তো বোঝো না শিল্প কবিতা বোঝো না!

আশ্রমের কাঁটাতারে ধিকিধিকি জ্বলেছে আগুন
কয়েকটা চঞ্চল কাক পাপ পুণ্য ছিঁড়ে
আমার পিস্তল দেখে উড়ে যায় নদীর ওপারে

বিস্তীর্ণ পাথরে আজও পড়ে আছে
কুড়িটি বছর!
জীবনের যৌবনের জান্তব ফসিল!
তুলে আনব ঘরে রাখব বাঁকুড়ার ঘোড়ার মতন?

অনুশাসন

আমার নারীকে যদি ভালবেসে একটি পুরুষ দিয়ে থাকি
আপনি কী বলবেন, মনু? গঙ্গানারায়ণ চতুষ্পাঠী?
যদি তাতে স্বৈরিণীর প্রত্যবায় ঘটে আমি সেই পাপ নেবো
আমার তাবৎ পুণ্য তাকে দেবো তৈরী করব যে সতীমন্দির
দেবতারা নেমে আসবে পুজো ও আরতি করবে সমস্ত নারীরা।
শুধুই পুত্রার্থে ডাকবে ব্যাসকে জননী? শুধু ভাগ করে দেবে
পাঁচজনে? দেবে না শুদ্ধ আনন্দ-বিহ্বল-তীব্র সামাজিক সাঁকো!
আমি দেবো। ওই পদ্মকোরকে ছড়াবো রক্তকণা
ওই জলে নিজে হাতে ভাসাবো আনন্দ-বিষ সাপের পাহারা
অনুসংহিতার ভাষ্যকার যদি জন্মান্তরে লেখে : সাবধান
আমিই সমস্ত সূত্রবদ্ধসব সুন্দরের টীকা রেখে যাবো
প্রতিটি মূর্খের জন্যে অমোঘ নির্দেশ থাকবে ধর্মের কবচে।

পাঁচ বছর হলো

বর্ষা এসে গেছে তবে গৌরবাটশাহী?
ভেজা বারান্দায় ঝাপসা দূরে জলরেখা
রাতে উঠে আসে শব্দ সমুদ্রের থেকে
ঝাউয়ের ডালপালা থেকে—পাঁচ বছর হলো
আমরা এসেছি ফিরে গৌরবাটশাহী
বড় যেতে ইচ্ছে করে চক্রতীর্থ, জানো
বালির চাদর পাতা সজল সৈকত
আমাদের একদিন ভেজাও না ডেকে

তবু লেখ

বলেছি তো নেবো না। তবুও
মেঘে মেঘে ছড়িয়েছ জাল।
কাউকে দিও না আজ দুয়ো।
সারি সারি চলেছে কঙ্কাল
ধুলো ভেঙে বালি ভেঙে, পথ
দ্বিধায় শতধা। দেখ দেখ
দেওয়ালে দেওয়ালে চিত্রবৎ
অভিশাপ : তবু তুমি লেখ!

দ্বা সুপর্ণা

এভাবেই তুলে নিই হাতে
মায়াবী বিষের পাত্র রাতে।
ওষ্ঠে লেগে যায় সচুম্বন
নষ্ট ভালবাসা ভ্রষ্ট মন।
প্রত্যেকের সঙ্গে গলাগলি
এত হাসি এত কথা বলি
বস্তুত কাউকে চিনি নাকি
শুধু ভিড়ে কোলাহলে থাকি
নষ্ট হই ভ্রষ্ট হই তাতে
আশ্রমচণ্ডাল গন্ধে মাতে।

ভেতরে একজন চুপচাপ
ব'সে থাকে। পুণ্য আর পাপ
ভালো মন্দ উত্থান পতন
কেউ ছুঁতে পারে না সে মন
ঘুমোয় না করে না আহার
দরজা আছেই বন্ধ তার
দুচোখের অন্ধকার নীলে
ঝরে প্রেম নিঃশব্দ নিখিলে
নির্বিকার সেই এক পাখি
আমিই। একাকী ব'সে থাকি।

এ জীবনে

এ জীবনে ভুলে থাকি, জন্মান্তর হ'লে
আমার মাঠের ধান মাটি হয় গ'লে
যতই পোশাক ছেড়ে যাই, এ শরীর
ততোই পোশাকী হয়, অন্ধনদীতীর
প্রসারিত হাতে ডাকে স্রোতের উদ্দেশে
কেউ মনে রাখে নাকি শুধু ভালবেসে
কেউ কি সরিয়ে রাখে ভুলগুলি কেউ
অহেতুক ভালবাসে ঃ জন্মান্তরেও
তোমার মাঠের ধান গ'লে যায় জলে
এ জীবনে ভুলে থাকি ভুলে থাকি ব'লে

দেয়াল

নিজেকে সন্দেহ শুরু করি।
আমিও কি ভিড়ে গেছি দলে?
কোন দল? মানুষের? সে কি!
অভিধান থেকে উঠে আসে!
পিরামিড থেকে উঠে আসে!
হৃদয়ের জলরাশি থেকে!
নিজেকে বিশ্বাস করি ভয়ে।
টের পাই ভিতরে ভিতরে
অন্ধকার ব্যাকুল ফাটল
হৃদয়ের ছলোছলো জল
বেদনার ধুধু শাদা বালি—
পাতা ঝরে পাতা ওড়ে পোড়ে
পাড়াগাঁর চাষার মতন
অবুঝ প্রান্তর। পাই টের
'মানুষের' দলের পায়ের
আর সরে যাই একা একা
পিঠে এসে ঠেকেছে দেয়াল!

একদিন

একদিন ভুল ভেঙে ঠিক এসে দাঁড়াবে সমুখে
ততদিন অপমান ওই পিঠ অপসৃয়মান

একদিন ভেজা হাতে দিশাহীন দেবতার মতো
ছুঁতে যাবে এই ধুলোবালি মাখা দুপায়ের পাতা
ততদিন নিচু হয়ে ঢালু বেয়ে নেমে আসা নেমে নেমে আসা

একদিন খুব একা এলোমেলো বড় বেশি হাওয়া
বড় বেশি পথহীন জানো না ওপারে যাবে কিনা
রাতের মতন এলো চুল ওড়ে ঢেকে যায় মুখ
সহসা বিদ্যুৎ-চেরা প্রখরতা চেনাবে আমাকে

ততদিন কথাহীন ততদিন অহেতুক ঘৃণা

সমস্ত সহস্রগুণ ফিরে পাবে ঃ একজন নিষেধ শোনে না।

ছন্দ

অশরীরী হয়ে আসে আলো ও ছায়ার হাত ধ'রে
আকাশ ও মাটির ওষ্ঠে নেমে আসে চুম্বনের মতো
বৃষ্টির ফোঁটায় আসে গাছের পাতায় পথে পথে
ধুলোর বালির স্পর্শে সুগন্ধে ফুলের
দুঃখের তিমিরে সুখে আলোকিত জানালায়, দূরে
না দেখা নদীর গানে অভিমানে পাখির ডানায়
চোখের জলের তলে শিকড়ের শিরায় শিরায়
কঙ্কালগ্রন্থির স্থির করোটির মণিহীনতায়
বিদ্যুতে ও বজ্রে তীব্র শারীরিক আত্মার স্পৃহায়
বেজে ওঠে বাজায় ও সেগুনের ফুল হয়ে ঝরে
সমস্ত অশান্ত শুভ্র শ্রাবণের সিক্ত স্মৃতিময়

সম্বল

এর নাম বেঁচে থাকা।
বাস স্টপ বৃষ্টি কাদা জল।
খানা খন্দে টালমাটাল
উত্তেজিত অসহিষ্ণু সব—
এর নাম বেঁচে থাকা।
ব্ল্যাকবোর্ড চকখড়ির গুঁড়ো
আত্যন্তিক নিবৃত্তি দুঃখের
ব্যাখ্যা ও বিচার—
এর নাম বেঁচে থাকা।
আলোকিত করে ভাঙা বাস
সুগন্ধে ভরিয়ে ভাঙা বাস
মেয়েটির উঠে আসা
নেমে যাওয়া—
সৌভাগ্যের জানালায় প্রান্তরে ঝাঁপিয়ে পড়া জল
প্রতি মুহূর্তের অপমৃত্যুর সম্বল।

কথা

আমার কথা কি কিছু বলেছিল কেউ?
তোমার কথা যে বলে বাগানের ফুল!
যতদূর মনে পড়ে ফাঁকা পথ হাওয়া
গড়ানো মাঠের ঢল তারপর নদী
ওপারে হয়তো বন তারও শেষে চাঁদ
হেঁটে হেঁটে পাশাপাশি কোথায় যেতাম!
তোমার কী মনে পড়ে ও পথের ধুলো
ও পাতা, নিমের পাতা, বাঁকা রেলব্রিজ?
আমাদের মুঠো থেকে গলে যেত জল
আষাঢ়ের শ্রাবণের—শরতের মেঘ
দূর থেকে আরও দূরে শাদা কাশবন
শুধু ছিল আমাদের দুজনের শুধু

সেসব কি কথা হয় কখনো কোথাও?

ঢল

রাত্রিজল উপুড়হস্তের
শুষে নেয় বন্ধু এসে ফের
দুদিন তিনদিন পরে পরে
মধ্যরাত্রি কাঁপে তীব্র জ্বরে
আমার অদম্য উৎসুকতা
দেখে রাত্রি জাগে পরাগতা
মহামুদ্রা মৈথুনে মৈথুনে
বন্ধুই জাগায় নিজগুণে
তাকে দাও শক্তি ও আমাকে
প্রেমাসিন্ধু, মণিকর্ণিকাকে
মহামন্ত্র, কাঁপে রাত্রিজল
তোমার উপুড় হস্তে ঢল

আমরা যে আজও বলি আজও ভালবাসি
এখনো মুঠোয় লেগে আছে কাঁচা ঘাস
রাতের মাঠের কোলে শ্রাবণের ঢল
কদমের শিহরণ তমালের কালো
খুলে যাওয়া রিবনের মতো লাল পথ!
তোমার আমার কথা লেখেনি আকাশ?

তুমি

সবাই তোমার মতো ভেসে যাবে অমিতাচারে কী?
তুমিই বা কেন হবে ওদের মতন অমর্ষপরায়ণ।
চন্দ্র-সম্ভবার চেয়ে মৃত্তিকা-গচ্ছিত চিত্ত ভালো
যা হবে না যা হলো না যা তোমার অপ্রতিগ্রহের
পড়ে থাক অন্ধকারে অপ্রহত ফিরে তাকিও না
দেখ পর্যবসিত জীবন দেখ পর্যাকুল মৃত্যুগুলি
বলো শুধু বলো মধু অক্ষরবৃত্তের বাইরে মধুময় হও
সানুকম্প করতল প্রসারিত করো সায়ন্তন
তুমি কেন হতে যাবে ওদের মতন স্থির সামাজিক এত
তুমি কেন কিছু নেবে অন্ধের সমাজে প্রত্নবিদ
তোমার সত্তার নীল টলোমলো ক'রে ওঠে রোজ
তোমার নিঃশেষ নিংড়ে ঝ'রে যায় কবিতার পাতা

দৃশ্য

বিঁধেছে ফুসফুসে এসে দৃষ্টিতীর দমবন্ধ দেহ
এখুনি লুটিয়ে পড়বে ক্ষতস্থান চেপে চ'লে যাই
সাঁকোর ওপারে যদি বৃষ্টি পারে ধুয়ে দিতে বিষ
তোমারও বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কলেজের বাঁকে
জল কাদা ভিড় তীব্র ধাতব চিৎকার ভেঙেচুরে
কবির শরীর যায় রক্ত ঝরে যায় ফোঁটা ফোঁটা
ধর্মের কুকুর কাঁপছে জিহ্বা লোল চেটে চেটে খেতে।

কথা

আমার কথা কী কিছু বলেছিল কেউ?
তোমার কথা যে বলে বাগানের ফুল!
যতদূর মনে পড়ে ফাঁকা পথ হাওয়া
গড়ানো মাঠের ঢল তারপর নদী
ওপারে হয়তো বন তারও শেষে চাঁদ
হেঁটে হেঁটে পাশাপাশি কোথায় যেতাম!
তোমার কী মনে পড়ে ও পথের ধুলো
ও পাতা, নিমের পাতা, বাঁকা রেলব্রিজ?
আমাদের মুঠো থেকে গ'লে যেত জল
আষাঢ়ের শ্রাবণের—শরতের মেঘ
দূর থেকে আরও দূরে শাদা কাশবন
শুধু ছিল আমাদের দুজনের শুধু
সে সব কি কথা হয় কখনো কোথাও?
আমরা যা আজও বলি আজও ভালবাসি
এখনো মুঠোয় লেগে আছে কাঁচা ঘাস
রাতের মাঠের কোলে শ্রাবণের ঢল
কদমের শিহরণ তমালের কালো
খুলে যাওয়া রিবনের মতো লাল পথ!
তোমার আমার কথা লেখেনি আকাশ?

লীলা

শিখেছি অনেক কষ্টে পারিনি প্রথমে
বন্ধুর দক্ষতা দেখি অবলীলাক্রমে
এখন ঘুমন্ত তৃপ্তি কখন যে ফের
শিরা ছিঁড়বে দুচোখের! শুধু পাবে টের
আদিম জঙ্গল থেকে নেমে আসা চিতা।
কিছুই বলবে না সেই চিত্তসমর্পিতা—
শুধু মধ্যরাত্রি তার অন্ধকার দেহ
একাকী পাহারা দেবে চোখে নিয়ে স্নেহ
আমি তো চিনি না আজও আমার বন্ধুকে
বিপজ্জনকভাবে শুধু আছি ঝুঁকে
প্রায় পাতালের নিচে ঘন কালো জল

আমাকে শেখাতে এত লীলা এত ছল!

বিরোধ

ক্রমশ মিলিয়ে যায় দূরে
আমাদের বিরোধের সীমা
বহুদিন বহুদিন হলো
আকাশ এখন গাঢ় নীল
বনে বনে কতো যে সবুজ
আলোকিত ঘরের জানালা
সুখী রোদ মেঘের কিনারে
খুশী ঝরে চোখে চোখে খুব
নির্ভয়ে নেমেছে কতো পাখি
প্রিয় নারী খুলে দেয় লোভ
আষাঢ়ের আলভাঙা জল
টলমল ক'রে ভেসে যায়

আমার শুকিয়ে যাওয়া চোখ
আত্মার সজল এই চোখ
তবু খোঁজে বিরোধের সীমা!

চিঠি লেখার দিন

এবার চিঠি লিখতে হবে
লিখতে হবে, ভালো থাকো
বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি কোরোনা
ঘুমিয়ে পড়ো না যখন তখন
বিশেষত খাবার সময়ে
টেবিলে পয়সাকড়ি ফেলে রাখা তোমার স্বভাব
মশারি টাঙাতে চাওনা তুমি
চান করতে বলবে না কেউ তোমাকে, মনে রেখো।
বড় হয়ে গেছ জানি
তবু স্নেহের স্বভাব বদলায় না
তাই মন কেমন করে ওঠে
মনে হয়
হয়তো খিদে পেয়েছে খুব অথচ ঘন্টা পড়েনি
মশারির দড়ি ছিঁড়ে পড়ে আছে গায়ে
খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টি
ভিজিয়ে দিয়েছে তোমার বিছানা
হয়তো লাস্ট বাস চলে গিয়েছে
তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ ব্যাকুল একলা
অন্ধকার বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই
ছমছম করছে কলকাতার গলি
হয়তো ....
এই রকমের 'হয়তো'রা ভয়ে ভয়ে চারপাশে দাঁড়ায়
আমরা মুখোমুখি বসে থাকি
ঘুম আসে না

এবার চিঠি লিখতে হবে তোমাকে
চিঠি লিখতে হবে বুলুকে
কিছুদিন পরে, রাকাকেও—
লিখতে হবে, ভালো থাকো, আমরা ভালো আছি
তোমাদের মায়ের অ্যানিমিয়া সেরে গেছে
চোখ ভালো আছে, স্পন্ডেলাইটিসের ব্যথা নেই
পুজোয় এসো
গেটের শিউলিটা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে
পাতাবাহারে সিপাইবুলবুল ডিম পেড়েছে
কুয়োতলা ও বাথরুমের পাশে দুটো গাছেই
নারকেল ধরেছে ...

এরপর

এরপর এরকমই একা ফিরে আসা।
আগেও তো একাকীত্ব ছিল।
কিন্তু এত অন্তত ছিল না।

এরপর এরকমই বিষণ্ণ বিকেল
অবসন্ন সন্ধ্যা
চোখে সজলতা ভয়।

তখনো শূন্যতা ছিল খালি ছিল ঘর
কিন্তু এত ব্যথাময় তরঙ্গ ছিল না।

তোমাদের আমাদের মাঝখানে এমন বিস্তার
এত স্নেহকলরব মুখরিত
মুহূর্ত
দেখিনি।

এরপর আমাদের এরকমই একা ফিরে আসা।

একদিন

বুলু আসবে কতোদিন পর
হিমাদ্রিকে দেখিনি কদ্দিন
মেঘে মেঘে সব আথান্তর
বৃষ্টি, আজই শোধ করবে ঋণ?
স্কুল পালিয়ে এসেছি দুপুরে
দুজনে বসেই আছি চেয়ে
বাস কি বাইপাশে আসবে ঘুরে
বৃষ্টি আসছে বৃষ্টি আসছে ছেয়ে।
ওরা ভিজবে, ছাতা নেয়নি রাকা
খোকা হয়তো ক্লাশ করছে আজ
আমরা একা ঘর হচ্ছে ফাঁকা
ক্রমশ এগিয়ে আসবে ঘরে
আমরা শুধু চেয়েই থাকব না
শিউলিগুলি পড়ে থাকবে ঝরে
ঘাসে কাঁপবে শিশিরের কণা।

বালি

আমার সমস্ত ভুল শুষে নেয় রাশি রাশি বালি
চোখের জলের বিন্দু ভালবাসা দুঃখের দুর্দিন
বুক পেতে রাখে নিতে শাদা হাড় কালো কালো ছাই
ব্যাকুল ব্যর্থতা ছিঁড়ে ফুটে ওঠা দুটি একটি ফুল
বিষণ্ণ মেঘের ফাঁকে গলে পড়া সজলতাময়
সংসারের টুকরো—সব ভবিতব্য লুকিয়ে আগুন
এমনকি শূন্যতাও। তবু নষ্ট হতে গিয়ে দেখি
বালির অনেক নিচে আগুনের তলে কবে শিরার শিকড়
নেমেছে নিঃশব্দে। আর আমার এ ব্যবহারহীন
ধর্ম অধর্মের পারে ভূমি থেকে পর্যাকুল সিঁড়ি
ধাপে ধাপে উঠে গেছে সীমাহীন। বিহ্বলতা ছিঁড়ে
রাশি রাশি বালি ভেঙে হেঁটে আসে মায়াবী কৃষক
সমস্ত সূর্যাস্ত থেকে চোখ তুলে আমার ভুলের মাঝখানে
দাঁড়ায় চিবুক তুলে ধ'রে মুখ চোখের জলের ফোঁটা নিতে।

সেই যে এলাম

সেই যে এলাম আর ফিরিনি থেকেই গেলাম
বুকফাটা ইঁট কুড়িয়ে বানায় কেই বা বাড়ি
প্রসন্ন পথ হাসির ফাঁদে আটকে দিলে
মৌন বিপুল প্রান্তরে এক একলা তরু থমকে দিলে
টিলায় টিলায় আদিম জলের সজল চক্ষু
অমোঘ গ্রীষ্ম ব্যাকুল বৃষ্টি শীতের ছোবল
সমর্পণের সন্ধ্যা রাতের পাঁজর ছোঁয়া দৃশ্যে আজও
থেকেই গেলাম আত্মহারা আর ফিরিনি
কেবল হঠাৎ মনকেমনের কাতর হাওয়া ওড়ায় পাতা
এক পলকের জন্যে সজল দুচোখ ঢাকে সমস্ত নীল
থমকে দাঁড়াই চমকে তাকাই বিষণ্ণ পথ প্রশ্ন করে
মৌন মাঠের ভ্রূকুঞ্চিত আদিম টিলার মেদুর গন্ধ
মুখের দিকে তাকায় আমার স্পর্শকাতর ঝাউয়ের পাতা
কোথায় যাবে? কোথায় যাবে? কোথায়? হাজার প্রশ্নভারে
জলের ফোঁটা গড়ায় চোখে সকাল জুড়ে বিকেল জুড়ে
সমস্ত দিন একটা কেবল হাহাকারের আকাশ নামে
পথের ধুলোয় লুটোয় আমার পায়ের নূপুর হাতের ঝুলি
একতারাটির তার ছিঁড়ে যায়—
আর কিছু নেই? আর কিছু নেই?
এই তো। দেখি। এতো তুমি। নিঃস্ব ব্যাকুল তোমার সত্ত্বা!

চলো

চলো যাই যেতে যেতে দুচোখে ছড়াই
ছন্দের বিদ্যুৎ। ঝলসে যাক
শব্দের বন্ধন। যাক জ্বলে
শরীরের লতাপাতা। লজ্জাহীন চলো।
তনুসংহিতার মন্ত্রে ছড়াতে ছড়াতে
সত্য ও মিথ্যার ছায়া ধর্ম অধর্মের অস্ত্র।
চলো।
প্রাচীন গম্ভীর সাঁকো ভেঙে।

পারি না

লিখতে বসলে চ'লে আসে নদী
জল কোথা, বালির পাহাড়
চ'লে আসে বুড়ো অশথের
হাজার হাজার ডালপালা
শিরা ওঠা শেকড় বাকড়
মজা দীঘি শেওলা, কাঁটালতা
খেজুরের ঝোপ বাঁশবন
কিছুতেই নিষেধ শোনে না
জ্বরের ঘোরের মতো যতো
দুপুর জোনাকি-জ্বালা রাত
ব্যথিত বিষণ্ণ ম্লান স্মৃতি
তাড়ালেও নড়ে না কিছুতে

যতো বলি কী হবে এসবে
ততো ঘন হয়ে আসে ওরা
পড়ে থাকে হকিং স্টিফেন
হুসার্ল মহান্তি মতিলাল
পথের শহর রাজধানী
তার আধুনিক অলিগলি
পারিজাত গ্যালাক্সির ছাত

দু'হাতে সরাতে লতাপাতা
ডালপালা শেকড় বাকড়
আমি আর কিছুতে পারি না

স্বপ্নে

কাল সারারাত স্বপ্নে মনে পড়েছিল
সকালে কি লেখা যাবে ভেঙেচুরে গেছে

অবিশ্রাম দুঃখপ্রিয় ঘুরে ঘুরে মরা
পথের পাতার মতো উড়ে পুড়ে মরা

শুধু ফাঁকে ফাঁকে লাল নীল শিখা কাঁপে
অন্ধকার চিরে ছিঁড়ে বিদ্যুতের মতো

এত রাশি রাশি বালি এত সারি সারি
উটের গম্ভীর একা একটি মাত্র তাঁবু

জ্যোৎস্নায় ভেসেছে সব তরবারি ছাড়া
দুর্গের দাক্ষিণ্য ছাড়া সমস্ত পাথর

সকালে কি লেখা যাবে ভেঙেচুরে গেছে
সে সব শরীর শাদা রক্তপ্রভ ডানা

কাল সারারাত স্বপ্নে সঙ্গে সঙ্গে ছিল।

সবাই ঘুমুলে

জানিনি ফোয়ারা ছিল গুপ্তপথ প্রান্তে প্রিয় জল
এখন সময় কম তাই লোভ পিপাসাকাতর
তুমি কি বোঝো না? ঠিক বোঝো। তাই সবাই ঘুমোলে
সমুদ্রের নিচে গিয়ে দেবতার দুঃসাধ্য দেখাও।

খেলা

তুমি ঢের বেশি জানো তবু তুমি পেশাদার ব'লে
আমাকে পারবে না আমি ভালবেসে দাঁড়িয়েছি একা

তুমি খেলা জানো আমি প্রাণপণ একাগ্র নিশ্চিত
আমার আর এক নাম লেখা আছে দুর্গের পাথরে

প্রাচীন নিশান ছিঁড়ে বেঁধে রাখি ক্ষতস্থানগুলি
ঢেকে রাখি জলটল পিপাসার বালির চিতাতে

আমার সম্বল এই কণামাত্র তবু কী নির্ভয়
তুমি শুধু পিছু হটো পরাভব মানো না লজ্জায়

তোমারই নিয়ম? একা? পাথরও গম্ভীর
মাটিতে নামে না নীল তুমি মিথ্যে মনে করো নামে

খেলা ছিল খেলারই নিয়মে সরলতা
বিশ্বাস হত্যার পাপ ধর্মসাক্ষী ধাবমান দেখ

ধৃষ্ট প্রগলভতা নিয়ে হেসে ওঠো প্রত্যুৎপন্নমতি
আমি ভালবাসা হাতে মাথা রাখি কর্কটক্রান্তিতে।

উৎসব

বলতে বলতে সারা বনজঙ্গল কাঁপিয়ে হেসেছিল
চারজন আদিম জীবন ডাকবাংলোর কাচের জানালা
অত তীব্র শীত আটকে রাখতে গিয়ে নাজেহাল ছিল।
পাইনের চূড়া থেকে চোরা চোখে চেয়েছিল চাঁদ
ভিতের তলেই সেই অতলস্পর্শী খাদ থেকে গম্ভীর কুয়াশা
উঠতে উঠতে থমকে ছিল। চারজন প্রথম ওই চূড়া
ছুঁতে যাচ্ছে ব'লে বনজঙ্গল সমেত সেই পাথরের দেশে
এত অসম্ভব নীল নৈঃশব্দের অমর উৎসব কেউ কখনো দেখেনি।

যথার্থ

যথার্থ সন্ন্যাস ব'লে এরকম মমতাবিহীন
এমন অপ্রেম।
লক্ষ্য ভেসে যায় উপলক্ষ্য নিয়ে
এত মাতামাতি।
থাকো, মগ্ন থাকো আশ্রমচণ্ডাল।
পাথরে পাথর হও রসহীন চৈতন্যবিহীন।
বানাও ইঁটের স্তূপ মেহগিনি কাঠের দরজা
ট্রাক্টর গোবর গ্যাস হাঁস মুরগী
বাড় বাড়ন্ত হোক
গলা চিরে জয় দাও রাধে রাধে বলো—
সন্ন্যাসের অর্থ ভাঙো
নতুন মাত্রায় ব্যাখ্যা দাও
যে না বুঝবে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও কাঁসাইয়ের জলে

হয়তো

হয়তো ভালবেসেছো আমি বুঝিনি বুঝবার
সময় কই দেখিনি চেয়ে কখন গেছে বেলা
পাতারা খ'সে পড়েছে জলে ভেসেছে মুখ তার
ছেয়েছে ঘাসে সারাটা মাঠ ভরেছে অবহেলা

হয়তো চেয়ে থেকেছো আমি এসেছি প্রায় ছুটে
তা'পর গেছে পাগল হাওয়া জীবনে তুলে ঝড়
তুমুল ভুল কী উত্তাল নিয়েছি করপুটে
এখন ছেঁড়াপাতা ও ভাঙা শাখা ও কাঠি খড়

দাঁড়াই চাঁদ ভাসায় আজ সকল লাঞ্ছনা
মৌন মূক পাহাড় দেয় ঝর্ণাধারা স্নেহে
দুঃখ নেই কষ্ট নেই তবুও থাকবো না
এখানে আমি বুঝিনি ভালবাসা যে এই দেহে

হয়তো ভালবেসেছো আমি বুঝিনি আমি শুধু
দুচোখ বুজে বেসেছি ভালো তোমাকে চোখ বুজে
এ কোজাগর তেপান্তর আজকে করে ধু ধু
হৃদয় চায় যেতেই কিছু পেতেই খুঁজে খুঁজে

একা

কেউ কাছে নেই কেউ দূরে নেই একলা থাকো
পথিকবিহীন পথের মতন কেবল বাঁকো
বৃষ্টিবিহীন মেঘের মতন ভাসতে ভাসতে
থামতে পারো নামতে পারো আস্তে আস্তে
সেই যেখানে আমরা দুজন সন্ধেবেলা
চুমোয় চুমোয় ছড়িয়ে দিতাম প্রেমের খেলা
বসতে পারো ওপার ধুধু জলের ধারে
একলা কী কেউ গোপন কথা বলতে পারে
নিজের কাছে ভিজে বিকেল বেলার কাছে।
কেউ কাছে নেই কেউ দূরে নেই। কেউ কী আছে?
শুকনো লতা? কিসের শব্দ? শুধুই হাওয়া!
শুধুই দুঃখ শুধুই দুঃখ শুধুই চাওয়া!
অনন্তকাল? অন্বেষণের জন্যে একা
মিলায় চিহ্ন মিলায় তোমার ঝাপসা রেখা
কেউ কোনোদিন নেই তো কোথাও একলা ছিলে
অনন্ত নীল আকাশ এবং মাটির মিলে
আমরা যখন লজ্জাশীলা অন্ধকারে
একলা তুমিই টলতে ব্যাকুল নদীর ধারে
আমরা যখন শেষ করেছি মুখের কথা
তোমার দেহ নষ্ট হতো জটিলতায়
একলা নিবিড় নির্বাসনের নিষ্কলুষে
সেই আমাদের নিরঞ্জনা আত্মা শুষে।

রাহুগ্রস্ত

দ্বিচারিণী হাওয়া এসে কেড়ে নেয় গৈরিক শুচিতা
একটু একটু ক'রে কাঁপে সজলতা চণ্ডালের চোখ
পদপল্লবের প্রান্ত থেকে ওষ্ঠে ওষ্ঠে ও ললাটে
বজ্রনিষ্পেষিত ভয় সংবেদন-শীলিত অভয়
মিলেমিশে নেমে আসে মাটিতে পাথরে তীর্ণ তাপে

এইসব মধ্যরাত ধর্মশীল চিত্রকল্পে পিপাসু জটিল।

মিত্রাক্ষর

তুমি যে দিক বসন করো রাত্রিবেলা
অবাধ্য চোখ নিষেধ ছিঁড়ে স্পর্শ ক'রে
তীর্থে যদি আসতে থাকে যাত্রি মেলা
বৃষ্টি ছড়ায় নিষ্প্রয়োজন হর্ষ ভ'রে
এই ধরণের অনন্যোপায় চিত্রকল্প
এক একটা ঢেউ আনত গভীর প্রেক্ষাপটে
মুহূর্তেরা, আমরা দুজন নির্বিকল্প
কোথাও কোথাও এসব ঘটে এসব ঘটে

অর্থবিহীন মিত্রতা দেয় করতালি
চারপাশে জল একটুখানি কেবল ডাঙা
বুকফাটা ইঁট রাত্রি-জাগর সিক্ত বালি
মৌল কালের কামকূপে কার লিঙ্গ ভাঙা
ধর্মশীলা, কামাখ্যাত উপাস্যমান
দিকবসনের রাত্রি নেবেই সব উপাদান।

যাই

কী ছিল সেই চোখের তারায় লেখা?
একলা হ'লে একলা হ'লে একা?
কী ছিল সেই পদ্মমুখী ভাষায়?
এমন ব্যাকুলতার ভেতর আসা!
কী ছিল সেই অপাপবিদ্ধ জলে?
ডুবলে অথৈ স্পর্শাতীত তলে!
কী জানি কী জানি কী যে জানি
যাই ডুবে যাই ভেসেই অভিমানী।

আজ

বাসের জানালা থেকে দ্রুত অপসৃত চণ্ডীদাস
বিশালাক্ষী মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা রামী
ঢেকে দিয়ে জেগে থাকে প্রান্তরের ঢালু আর ঘাস
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আজ পড়াবো না কিছুতেই আমি।

সুভেনির

তুমি নষ্ট করেছো এমন।
সংশয়বিমুক্ত নই ব'লে
মাথা নিচু চলেছি একাকী
হৃদয় গ্রন্থিতে ব্যথা এত—।
অন্য কেউ হলে ধ্বংস হবে
অন্য কেউ হলে কোনোমতে
ত্রাণ নেই ঃ লিখে রাখো ওই
অন্ধ ও বধির সুভেনিরে।

স্বপ্ন

কতদূরে যাওয়া যেতে পারে
কত নীচে যেতে পারে নামা
প্রভু, যদি বলে দাও তারে
বুকে তবে বাজাই দামামা

বসাই বাণিজ্যমেলা ঠেলা
গান হবে ধীর সমীরে
একজন ধূর্ত কোনো চেলা
ঢোকে যদি ঢুকুক মন্দিরে

দল নেই সম্প্রদায় নেই
উঁচুনিচু কাছে দূরে মিছে—
বোকা বুদ্ধিমান দুজনেই
সংঘ গড়ে ধর্ম ফেলে পিছে।

এখন

এখন তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবো না?
কেন? নীচে নেমে গেছি ব'লে?
নষ্ট হয়ে গেছি ব'লে?
আমি তো ভাবি না।
বিভেদ রয়েছে কিছু
মতান্তরও আছে।
কিন্তু সে তো এহ বাহ্য।
ভালো লাগলে যাবো।
না গেলেও কাছাকাছি আছি।
বলো, আছি কিনা?
তুমিই পেয়েছো ভয় কলঙ্কের তাই
সতর্কে গেরুয়া পরে পালিয়েছো দূরে।
মাঝে মাঝে ডেকে আনি তোমাকে যে তার
অপার রহস্য তুমি নিজেই জানো না
সেই সব রাত
আনন্দলোকের জন্যে অনুষ্ঠান করে
নিজেকে ভাসায়
জলে রাগে রসে নিঃস্ব নিবিড় পাতালে
ঊর্ধ্বে নাচে
আশ্রম চণ্ডাল।

বিশ্বাস

ছিঁড়েছি সহস্র গ্রন্থি হা হৃদয়, তবুও সংশয়!
অয়নমণ্ডল ঘিরে অর্কপ্রভ দেখেছি জীবন
অনন্ত মৃত্যুও—, নিঃস্ব নির্ধারিত করতলে সুখ
দিশেহারা দুঃখ যায় নির্দিষ্ট নদীর জলে ভেসে
নির্ভিন্ন নিয়ম তবু! হা হৃদয়, তোমাকে সম্বল
একান্ত সম্বল ক'রে ব'সে আছি প্রপন্নার্তি ঘিরে

এ আমার প্রাকৃত প্রাক্তন এ আমার প্রারব্ধ প্রখর
এসো লতাগুল্ম গুহা গহন গুণ্ঠিত চরাচর
মুহূর্তে মুহূর্তে এই মৃত্যুশীল মৃদুল হৃদয়ে
আমাকে আচ্ছন্ন করো আমাকে হে আধিভৌতিকতা

সহসা একদিন সব জাল ছিঁড়ে ছেড়ে যাব দেখো

যাই, যেতে যেতে ফিরে আসি

যাই, যেতে যেতে ফিরে আসি
গোপন শিকড়ে পড়ে টান
অন্ধকার নদীতীরে ঝরে
পুরনো নিয়মে লাল পাতা

কোথায় যাবার কথা ছিল?
কার কাছে? কার কাছে? বলো
কোথায় ফেরার কথা ছিল?

নীরবে ঘনায় মেঘ জল
মৌন মায়াবী ছায়া নামে
অন্ধকার নদীতীরে ঝরে
লাল শাদা লাল শাদা পাতা

যাই, যেতে যেতে ফিরে আসি

আজও

আর তো সম্পর্ক নেই।
তবু কেন আলো নিভে গেলে
সুগন্ধের মতো মুখ অন্ধকার হয়ে কাঁপে জ্বেলে
আমার প্রদীপখানি সেই।
আমি জলে ঝড়ে আর
পারবো না জ্বালিয়ে রাখতে, বিশেষত জ্বালিয়ে রাখার
প্রয়োজন ফুরিয়েছে।
দিনের শেষেই।
থাক এ পুরনো কথা।
বেদনার মতো
সিক্তস্মৃতিছায়াপথ চিত্তে কেন ক্ষত
আজও সৃষ্টি ক'রে যাবে?
হৃদয়, কী ভাবে
এই সংস্কারও ছিঁড়ব জানো না? জানো না?
কী হবে পথের ধুলো তবে ক'রে সোনা!

বিজয়া

বিজয়া ভাসালো বৃথা জলে!
শারদীয় আকাশ জানে না
তোমার যাবার কোনো মানে
তোমার ফেরার কোনো মানে!

কেবল অকূল নীল জলে
ভেসে যায় বিজয়া তোমার।

স্নেহকলরব

তোমরা অনেক দূরে দুর্গাপুরে কলকাতায়, বাড়ি
আজ বড়ো ফাঁকা লাগে শূন্য লাগে এত বেশি খালি
কখনো লাগতো না—
নীল এত তীব্র ছিল কি আকাশ
এত শুভ্র ভাসমান স্মৃতি-মেঘ দেখিনি কখনো
টবের নিঃসঙ্গ বেলা বাগানের একাকী শিউলিকে
দেখলে যেন মন কেমন ঝ'রে পড়বে বৃষ্টির মতন
নিঃশব্দ তানপুরা তাকে বইগুলি টিনের সুটকেশ
অব্যবহৃত জামা—ছড়ানো শৈশব কৈশোরের
জলছবি সচল ফ্রেস্কো—
কথামৃতে কতক্ষণ কাটাবো বিকেল
ধ্যান ভেঙে আসক্তির স্নেহকলরব ওঠে কেবল কাঁদায়
ভালবাসা মাখা ওই মুখগুলি গ'লে গ'লে যায়
হৃদয়ের শিরা বেয়ে
সংসারের শিকড়ে পাতায়।

হাওয়া এসে

মাঝে মাঝে হাওয়া এসে কাঁপায় এ কাল যবনিকা
চকিতে কাউকে যেন চোখে পড়ে স্বপ্নের মতন

এপারের মাটি যেন দুলে ওঠে আকাশ ও অস্থির
নিষেধের মধ্যে কেউ চরাচরে নামায় শ্রাবণ

তখন এ প্রিয় নাম প্রিয় রূপ মাটিতে গড়ায়
আমি উঠে চ'লে যাই নির্দ্বিধায় মনোহীনতায়

আমার সহস্র চক্ষু জ্ব'লে ওঠে হাজার শিকড়
অনন্ত আনন্দ ব্যথা অফুরন্ত প্রাণের প্রবাহ

মাঝে মাঝে হাওয়া এসে ব'লে যায় বেলা হল ওঠো
স্নায়ুশিরাব্রণহীন আমার আনন্দ দুলে ওঠে

অন্ধকার নদী

টলোমলো হাওয়াও তো স্থির হয় জানালার নীচে
বাগানে কাঁপে না পাতা নেমে আসে আকাশ নিশ্চুপ
ডানার স্পন্দনে হয়তো শব্দ হয়
অশান্ত হৃদয়
তুমি শেখো প্রাকৃতিক রাত্রি থেকে তার শিরা উপশিরা থেকে
চোখে তো যায় না দেখা শোনাও যায় না কিছু কানে
রাত্রি ঠিক জানে তাই নিঃশব্দ গম্ভীর
তোমার অস্থির চিত্ত ছলছল
অন্ধকার নদী।

তুমিই

তুমিই শেখাও সব খুলে দাও শিল্প-গুহামুখ
আমার বিস্ময় ফেটে ফিনকি দিয়ে আনন্দের ধারা
ছড়ায় গড়ায় ভাসে তুমি হাসো আকাশ কাঁপিয়ে
চাপা ওষ্ঠাধরে ঝরে কটাক্ষে ব্যাকুল বৃষ্টিপাত
আমি সিক্ত পরাভূত—তুমিই সযত্নে করো ত্রাণ
লেখাও চূড়ান্ত শীর্ষ যেখানে পৌঁছোনো অসম্ভব।

বহুদিন

সূর্যাস্ত দেখালে শুধু লাল জলে পাথরে বালিতে
আমার কোমল স্মৃতি প্রতিদিন আঘাতে আহত
তবু মনে পড়ে। তুমি ভুলে গেছ! পাথর-দেবতা।
হয়তো এ সকলই মিথ্যা। আমি সত্যে দগ্ধ চিরকাল
তোমার নির্জনে নদী। পড়ে আছে পালক অঙ্গার।
এত প্রবাহিত জল এত আর্ত করুণার ঢল
উদয়াচলের দিকে—! সূর্যোদয় হবে নাকি কারো!
বহুদিন হলো আমি পালিয়ে এসেছি। কতদূরে?

বিরোধাভাস

ক্রমশ গুটিয়ে নিয়ে একা হও একা হও একা।
কেবল নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়া রণক্ষেত্র নেই।
তুমি ছাড়া কোনোদিন ওই জবা ফুটেই উঠবে না।
ঘাসের শিকড়ে শাদা ছায়াপথে তোমার বিস্তার।
সমস্ত গুটিয়ে নিয়ে একা হও একা হও—হলে
দেখো এত ছড়িয়ে জড়িয়ে যাবে তার কোনো কিনারা পাবে না।

লেখা

কিছুই পাবে না খুঁজে। কোনোখানে লেখা নেই। উই
কাঁটালতা ঘন ঘাস পোড়ামাটি টিলা।
হাড়ের ভিতরে দুঃখ সুরক্ষিত। ব্যর্থতাব্যাকুল
ফিরে যাবে—হু হু হাওয়া কিছু দূর যাবে—
সঙ্গে সঙ্গে। পড়ে থাকবে শাদা হাড় ছাই
কিছুই পাবে না খুঁজে। যা চাও তা লিখিনি কখনো!

লেখা

শিকড় ছড়িয়ে যাই। তোমরা ঘুমন্ত মুখে দেখো।
একদিন ধ'রে নেবে তীর তীব্র গ'লে যাওয়া মাটি।
একদিন শুষে নেবে কাদারস গোলাপের ডাল
একজন মুগ্ধ স্থির দুটি চোখে নামাবে শ্রাবণ।
শিকড় ছড়িয়ে যাই তোমরা ঘুমন্ত মুখে দেখো।

অঞ্জলি

সারাদিন রূঢ় রোদ ঢল নিয়ে রাঢ়ের প্রান্তর
ভাসিয়ে দিয়েছে। স্তব্ধ সারি সারি তাড়িখোর তাল
মাতালের মতো ঋজু। বহু দূর গ্রামান্তর নেই
জটিল জালের মতো আঁকাবাঁকা আলপথ। একা
বাঁধের ওপরে তুমি ধরে আছো কিশোরের ছবি?
এখনো? কিসের টানে? জীর্ণ অশ্বত্থের তল ডাকে?
স্নেহার্ত মাটির দাওয়া? ভাঙা পাঁচিলের ছায়া? তবে?
বলিরেখাময় দুটি মুখ ঢাকো করতলে আজ
বুকের গভীর জলে নিজে হাতে ভাসাতে অঞ্জলি।

ঘর

কথা ছিল! ভাঙা গ্রাম মজা নদী বর্গা অধ্যুষিত জমিজমা
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ দীঘি শ্যাওলা দাম দমবদ্ধ অন্ধকার রাত—
নির্বোধ কিশোর, দেখ মুঠো থেকে ঝরে গেছে পাতা
খুলে গেছে দশদিক শূন্যতায়। কথা ছিল। কথা মনে পড়ে।
স্বাভাবিক পথে পথে উড়ে যায় পুড়ে যায় ভুল
অবিমৃশ্যকারীতায়। কথা, আমি দাঁড়াতে পারি না
ওই পবিত্রতা ভেঙে ওই স্নেহনীল ভেঙে অপমৃত্যুময়—

এই পরাজয় থেকে ব্যর্থতায় ভস্ম থেকে উঠে এসো সুন্দর আমার

তোমরা সমস্ত তাপ দিয়ে গেছ : নাও আজ আমাদের শীত।

ফুল

এক একটি ভুল ফুলের মতো আসে
সারাজীবন নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
এক একটি ভুল জলের মতো ভাসায়
সারাজীবন মায়াবী এক আশায়
এক একটি ভুল কী ভালো কী ভালো
রহস্যময় বিদ্যুতে চমকালো
ভ্রান্তিরূপা এক একটি সব ভুল
ভুলের বেশে ফুটিয়ে গেলে ফুল!

কথা

কথা নেই। আকাশের নীল গ'লে পড়ে
প্রান্তরে প্রান্তরে ওড়ে পথে পথে পাতা
সুদূর দিগন্তে নামে স্নেহার্ত শেকড়
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও যেন থেমে যাবে—
কোথায় কথারা? ওষ্ঠ অধর স্খলিত!
ঘাস, তুমি জানো? মাটি; আকাশের তারা?
আমরা বলেছি কতো ছড়িয়ে দিয়েছি
আনন্দজারিত। আজ নেই। কোজাগর
নৈঃশব্দে উত্তাল একি সমুদ্র হে প্রেম।

কলাবেড়িয়া

এত কাশ এত শর এত শস্য নদীর সঙ্গম!
ধূ ধূ পথ পথে পথে পথিকসম্ভব স্নেহশীল
সন্ধে জ্বলে নেভে জ্বলে জোনাকি ও তারা
গ্রামান্তের ঝুরিনামা জীবনপুঞ্জের কলরব
করতলে তুলে ধরে শৈশবের শুষে নেওয়া স্মৃতি
কৈশোরের ভুল, শিউলি ফুলগুলি ভোরের ভিতরে
টেনে নেয় গন্ধে ভাসে দোতলার বারান্দা ব্যাকুল
বহুদূর চেয়ে থাকা ব্যথিত-কোমল দুটি চোখ

মানুষের ভুল ভাঙে ঃ অবোধ অশ্রুতে স্তব্ধ হয়
সম্পর্ক ও সংস্কার ঃ বুকে ভার আনন্দ-সন্ধ্যায়
কাশে শরে শস্যে গানে শারদীয় নদীর সঙ্গমে।

সম্পর্ক

ভালো আছি সুখে আছি আনন্দে রয়েছি।
তোমার দুঃখের কোনো কারণ দেখি না।
বহুদিন ব্যবধান ধুলোবালি পড়েছে, পাতারা
ছেয়েছে জমির ঘাস, সহসা চেনাও শক্ত হবে—
আমার বেদনা নেই পরিণামহীন কষ্ট নেই
তোমার দুঃখের ওই বিলাসের কী হবে কী হবে!
আমি ভালো আছি আজ সুখে আছি খুব।

বনমালী

যখন দূরে অনেক পথ ঘুরে
তখন জলে ভাসাও ওই মুখ
সামনে ধূ ধূ তেপান্তর বালি

এমনি ক'রে ঝরাও সব পাতা
দুখের পিছু সুখের পিছু দুখ
ঝাউয়ের ডালে বাজাও করতালি

বাজাও শিরা স্নায়ুকে সুরে সুরে
যেমন খুশি মহানুভব ত্রাতা
দুচোখে লোভ দাঁড়াই উৎসুক

তোমার নাম তবে কি বনমালী?

আহ্নিক

নীচে নেমে চেয়ে দেখি ভ'রে আছে আমার পাতাল
গভীর গোপনে গিয়ে দেখি নীল আমার পৃথিবী
স্বপ্নে চরাচর জলে ভাসমান জেগে আছে পাড়
কোনো মানে নেই কোনো মানে নেই তবু ফিরে দেখি
আমাকে ভেঙেছি ছিঁড়ে টুকরো করে ছড়িয়েছি দিয়েছি
জলে ও আগুনে শস্যে শ্রমে জয়ে পরাজয়ে নিজে
সসাগরা করতলে টলোমলো আচমনের জল।

সময়

আজ মনে হয় নয় ওরকম, তাই এত অভিমানহীন
যাবার সময় যেন, নাকি ফিরে আসার বেদনা!
মাথায় ঢোকে না কিছু শুষে নেয় সকলই হৃদয়
স্মৃতির শরীরে ঘাস লতাপাতা শিকড়ের শিরা
কিছুই বলিনি কিছু শুনিনি দেখিনি কোনোদিন
আজ তাই মণিহীন করোটির চেয়ে থাকা জল
শোধ করে যাওয়া ঋণ ফেলে রেখে যাওয়া এই দাগ
ভুলের ফুলের নিঃস্ব কোমলতা বহু ব্যবহৃত এ শরীর

কিছুই বলেনি শব্দ আকাশ মুছেছে সব লেখা
ধুয়েছে বৃষ্টির ধারা ছেয়েছে সমস্ত কাঁটালতা
পা মাড়িয়ে গেছে সব পড়ে থাকা কাগজকুচিকে
খোলো তবে, মনে রেখো, ছায়াময় ভাসমান এই
জন্মের বেদনা, আর শব্দহীন সজলতা নিয়ে
প্রতীক্ষাপ্রবণ হও : পড়ে থাক গেরুয়া কার্পাস
গার্হস্থ্যের ধান টান : শব্দগুলি কিছুই বলে না
ভোলো যেরকম ভাবে যেতে চেয়েছিলে অবিশ্বাসে।

অপমান

কেউ কিছু বলোনি তো! ডেকে নিয়ে গিয়ে একা একা
কেউ তো বসিয়ে রেখে চ'লে গেছে ব্যস্ততার ছলে
এরকম নয়। দেখা হয়, হ'লে হাসে, নেয় কুশল সংবাদ
বেজে ওঠে শব্দগুলি ভেসে যায় সকলস জল
সমস্ত শরীরময় স্বেদবিন্দুগুলি কাঁপে গোপনীয় তাপে
তবে? একা একা যাও ফিরে আসো যতদূর পারো!
কেউ তো বলোনি কিছু কেউ তো বোঝোনি কিছু। তবে?
লেখো আর মোছো আর লেখো আর মোছো আর লেখো
কে পড়ে না? পড়ে কেউ কোনোদিন কাউকে কখনো
যেভাবে চেয়েছো? চোখে প'ড়ে যায় আর উঠে আসে
পাতায় পাতায় দ্রুত : তুমি নও তুমি নও তুমি!
কেন যাও ফিরে আসো ডানার সহজ সীমা ছেড়ে।

এইভাবে

আবার স্কুলের বাস কাঠজুড়িডাঙায়
এক একটি পিরিয়ড ঘণ্টা চকগুঁড়ো
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের প্রাত্যহিকতায়
আবার মাস্টারী করতে করতে হবো বুড়ো

ছুটি শেষ সব পুজো অবসিত হলো
কোথায় কেদারবদ্রি দীঘা কিংবা পুরী
নামোআঁচুড়িতে শীতে মেয়েদের বলো
রাখ ইতিহাস টাস আয় রোদে ঘুরি

আবার দিনের শেষে ছাদে বসে শুধু
প্রবাসী যে ছেলেমেয়ে তাদের কথায়
রাত হবে রাকা রেগে মরুভূমি ধূ ধূ
শীতের কুয়াশা বুকে হাসব ব্যথায়

এইভাবে একদিন নতুনচটির
কাহিনীবিহীন দিন কেটে যাবে ক'টি।

ধর্মসভা

ওদের মুখে জ্বলে কেবল আলো
সবার পিছে সভার নীচে তুমি
লুকিয়ে থাকা আমায় বলো, ভালো?
এখানে? ফেলে কবিতা কেন তুমি!

ওদের মখে প্রতিভা তুমি পিছে
আড়ালে, হল কাঁপিয়ে নাচে গলা
অস্তগামী সূর্য নামে নীচে
তোমাকে ছুঁতে! ধন্য ছলাকলা!

বাইরে ঘাসে ধুলোতে কাঁপে সোনা
রোমাঞ্চিত মায়াবী দেবদারু
অন্ধকারে সভাতে আনমনা
তোমাকে দেখে কষ্ট হয় কারো?

বেরিয়ে আসি হঠাৎ আলো নেভে
তোমাকে দিই ঘাসের ফুল—; নেবে?

ভুল

কোনোমতে কোনোমতে বোঝাতে পারি না
এরকমই এরকমই রীতিনীতি কি না

আকাশ চুঁইয়ে পড়ে মাটিতে মাটিতে
ঘাসের শিকড় ছেঁড়ে তাকে যেতে দিতে

দিনের গলায় দোলে দিনান্তের মালা
নিশাবসানের কুঁড়ি ভোলো আলো জ্বালা

কেউ না কিছু না শুধু পাতা ঝ'রে যায়
কয়েকটি জলের ফোঁটা জীবন ভাসায়

মুড়োয় তো নটে গাছ ফুরোয় না কখনো
যে গল্প তাকেই ফিরে পেতে চায় মনও!

অভিমানে ব্যর্থতায় ক্ষয়ে আর ক্ষতে
পারিনি পারি না বলতে 'ভুল' কোনো মতে।

ঋণ

তোমাকেও দিতে হবে একদিন নিঃস্ব হতে হবে।
গিয়েছে যাদের ধান বর্গাঅধ্যুষিত জমি থেকে
ভেসেছে যাদের ভিটে ভেঙেছে পাঁজর, যারা যারা
উড়েছে পাতার মতো রক্তচক্ষুঝড়ে, সব জমা—
সব জমা আছে ঃ জেনো তোমাকেও দিয়ে যেতে হবে
সমস্ত গম্বুজ থাম অলঙ্কৃত তরবারি জয়।
তাই ভয় তাই এত চড়া গলা এত কোলাহল!

অন্ধকারে লিখে রাখি তোমরা জানো না কোনোদিন
পথে পথে লিখে রাখি তোমরা দেখো না চোখে আজ
মানুষের মুখে মুখে লিখে রাখি অন্নহীনদিনে
তোমরা বোঝো না মেঘে মেঘে মেঘে কত বেলা হ'ল
হিসেব মেলাতে হবে ঃ সারি সারি প্রসারিত হাত

গমকে গমকে হাসে আকাশের ওপারে আকাশ।

আসা যাওয়া

তবু দেখ ফিরে আসি বিকেলের মেঘে
ব্যথিত ডানায় রোদ একাকী শিমুল
দূরের পাহাড়ে শাদা রঙ আছে লেগে
পায়ে চলা পথময় ঝ'রে আছে ভুল

তবু দেখ চ'লে যাই শীতের পাতায়
ঝ'রে যাই সারাদিন ধুলোতে বালিতে
নীল কালি ঢালা এত পুরোনো খাতায়
ঠিকানা কি খুঁজে পাবে আর চিঠি দিতে

এই চ'লে যাওয়া ফেরা চ'লে যাওয়া ফেরা
দেখে হাসে ঘাসে ঘাসে শিশিরের কণা

থমকে তাকিয়ে থাকে রাতের মেঘেরা
আমার কী কথা ছিল? আমি বলবো না।

শিল্পের প্রার্থনা

শিল্পের বিষয় হও। স্থির হও চঞ্চল বিদ্যুৎ।
আর একটু দেখাও। চোখ ভুল করতে পারে
কানেরও সীমিত শক্তি। মন বুদ্ধি ভীরু।
ধ্যানমগ্ন করে দাও, দেখার ওপারে দেখা হোক
লেখা হোক তারপর তোমার রহস্য মায়ালোক
প্রতিটি বিহ্বল ছন্দ শব্দ গন্ধ স্পর্শের মহিমা
শিল্পের বিষয় হও। সিদ্ধি দাও। বুকের ভিতরে
গভীর গভীরতর লোকে এসো স্থিরতর রূপে
প্রতিষ্ঠিত হও : আমি তপস্যাজর্জর
পূজারী তোমার। তুমি শিল্প হও রুচিরা আমার।

দান

পারি না উপোস দিতে, খেতেও কি পারি ভরপেট
কতো অল্পে খুশী হই তুমি সব থেকে বেশি জানো
তোমার অজস্র দান উপচে পড়ে নষ্ট হয় তাই
ক্ষুধার্ত গ্রহীতা আসে, তুমি খুশী হ'লে আমি সুখী
তুমি তৃপ্ত হ'লে আমি আনন্দিত পৃথিবী বিহ্বল।

এই ঘরে

এই ঘরে এলে মনে হয়
কিছুই হারায়নি কোনোদিন
কেউ আমাকে করেনি অনাথ
কোনো কৃষ্ণা দ্বাদশী কখনো
আসেনি সর্বস্ব কেড়ে নিতে।
এই ঘরে ভ'রে আছে সব
জীনের স্নেহকলরব—
দিনের রাতের শেষে আমি
ফিরে ফিরে আসি ফিরে ফিরে
তোমারই ব্যাকুল ও শরীর
রেখে যেতে মাটির প্রণামী।
এই ঘরে এলে মনে হয়
যেন দুটি চোখের আকাশ
দিকে দিকে নেমে এসেছিল
আমার মাথায় চুমো খেতে।
তুমি আজও আছো ঘরে তাই।

কলা

তুমি এত জানো! দেখ বিস্ময়ে বিবশ রাতগুলি!
কোথাও তো নদী নেই তবু জল ছলছল কাঁপে
কোনোখানে নৌকো নেই তবু দ্রুত দাঁড়ের মন্দিরা
অপার্থিব আশ্লেষের স্পর্শাতীত আগ্নেয় পিপাসা
ছড়ায় গড়ায় জ্যোৎস্না প্রণতিমুদ্রায় সারারাত—
তুমি এত জানো! আমি কোনোদিন জানিনি বুঝিনি

আমার বন্ধুর নামে এই সূত্র উৎসর্গ করলাম।

একদিন

একদিন কথা বলব।
বিকেল গড়িয়ে যেতে যেতে
মাঠে মাঠে রোমাঞ্চিত, মৌন টিলা মন্থর মন্দির
কাছাকাছি নদী নেই শুধু তার রহস্য চঞ্চল
কোথাও সমুদ্র নেই শুধু তার জোয়ারের জল
আকাশে মাটিতে শুধু চুম্বনের চুম্বনের সীমা।

একদিন ভালবাসব।
পৃথিবীর দুপুরের ফ্রেমে
সব পথ থেমে যাবে লাল শাদা কালো শাদা লাল
সমস্ত সেগুন ফুল ঝ'রে যেতে সজল মাতাল
প্রতিটি ধুলোর শিরা উপশিরা শুষে নেবে আপাদমস্তক
প্রেমের পুরনো তীব্র তরল পানীয়।

একদিন
এই প্রেম জরো জরো সমস্ত সত্তায়
শুধু কোনোখানে কোনো প্রেমিক প্রেমিকা থাকবে না।

তুমি

নদী থেকে উঠে আসে কঙ্কালের হাত
আমরা তাদের জন্যে নিয়ে আসি জল
বুদ্ধের করুণামাখা আনবিক রাত
আমাদের যেতে বলে পিপাসাসম্বল

মাটির গভীর থেকে হেসে হেসে ফোটে
গাছের মায়াবী প্রাণে অলৌকিক ফুল
বৃষ্টির ব্যাকুল ঠোঁট লেগে থাকে ঠোঁটে
আমরা করিনি ভুল কোনোকিছু ভুল

সৃষ্টির সমূহ নীল নগ্নতায় ঢাকা
তরঙ্গে তরঙ্গে ত্রাস, শরীর কোথায়
প্রতিটি ধুলোর কণা আলো দিয়ে আঁকা
সামান্য কয়েকটি বিন্দু কাঁপে কল্পনায়

একটি সামান্য কণা পৃথিবী সুন্দর
কিছুই প্রক্ষিপ্ত নয় প্রিয় তথাগত
স্বপ্ন দেখো খুশী মতো বাঁধো ছাঁদো ঘর
সর্বসংস্কার মুক্ত ঃ নও প্রথাগত

জলের ফোঁটার মতো টলোমলো তুমি
অনন্তে উদ্ভাস হও আকাশ আভূমি।

ভাঙন

সব কিছুই ভেঙে পড়ছে যেন
সব কিছুই ভেসে যাচ্ছে যেন
সব কিছুই টুকরো টুকরো হয়ে
তোমার চোখের সামনে রোজ

ভূমিকম্প হচ্ছে ক্রমাগত

চলো সব অকূল প্রান্তরে
চলো সব সীমাহীন নীলে।

কাপ ডিশ বুদ্ধমূর্তিগুলি
বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি
পাঁজরতলের সব মূল্যবোধগুলি
আর নেই।

প্রতিদিন ভূমিকম্প হয়

তোমাকে পারে না ভেঙে দিতে
চলো বাইরে চলো বাইরে যাই।

বিকার

দিতে এত ভালো লাগে! আমি কি তাহলে
সুস্থ নই? স্বাভাবিক নই? তুমি কিছুই বলো না।
রহস্যের রেখাগুলি কেঁপে ওঠে কেঁপে কেঁপে ওঠে
তরঙ্গের তীব্র দুই প্রান্তে আমি ছুঁয়ে থাকি শুধু
তোমার ইন্দ্রিয়াতীত মায়াস্পর্শ। দিতে বড় ভালো লাগে। তুমি
কিছুই বলো না। এই তামসিক বিকারের ঘোর
ঘনতর হয়ে ওঠে সারারাত ভোরে চাঁদ ডুবে যায় নীলে
সকালের আকাশ কি মুছে নেয় কলঙ্ক কখনো?

তবুও কয়েকটি

ক্লাশের জানালা গ'লে তোমরা এলে পড়াই কি ক'রে
কেন আসো দর্শনের যুক্তিতর্কে প্রমাণে এমন
আমি নিজে চিরকাল ক্লাশ পালানো তোমরা জানো না
একদা তোমরাই ডেকে নিয়ে গেছো মনোযোগ ভেঙে
মনে নেই ধু ধু মাঠ আকাশ প্রান্তর পথ রেখা
বিশীর্ণ বালির নদী শালবন বনের ভেতরে ঘন মেঘ
ভাঙা মন্দিরের গন্ধে লুপ্তপ্রায় দুপুরের নুপুর নিক্কন
ঝাঁকড়ামাথা তাড়িখোর গাছেদের পাগলা হাওয়া নাচ
হুহু ট্রেন স্তব্ধ রেল বার্তা তারে বিরক্ত ঘুঘুরা
শব্দসম্বলের জন্যে সেই পালানো মনে নেই আজ?

এখন পড়াই শান্ত মনোযোগী ছাত্রছাত্রী ঘিরে
কার্যকারণের সূত্রে বাঁধা গ্রন্থি উন্মোচন করি
অন্ধকার ভবিষ্যৎ তবু দ্রুত ধাবমান কৈশোর যৌবন
ক্লাশে আসে হাসে পড়ে চলে যায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে
কোথায় জানি না ওরা নিজেরাও শুধু নেমে যায়

আমিও নামিনি নাকি? প্রিয় পতনের শব্দে কাঁপে
বসুন্ধরা নিয়ে তার সুতমিতরমণীসমাজ
ডালহৌসি থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জনপথ
অস্তিত্ব রক্ষায় নগ্ন দিগ্বিদিকে ধাতব জান্তব
শব্দ এত! তবু মাত্র কয়েকটি সম্বল! আর তেমন বাজে না।

ভেসে যায়

যে ধ্বনি ব্যঞ্জনা তুমি শেখাও গোপনে
কেন যে তা ফুটে ওঠে করবীর ডালে!
অতিব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি আমার থাকে না
পাঁজরের তলা থেকে মুখ তুলে ঘাসের মুকুল
যতই আড়াল করি দূরে যাই ভুলে থাকি, ততো
ছন্দের বিদ্যুতে জ্বলে শূন্যতার নীলে
আমারই একান্ততমা অন্যতমলগ্না হয়ে যায়
আত্মঊর্ণনাভ জালে যে প্রতীক্ষা অত্যাগসহন

যে বন্ধুতা—সবই ভাঙে সসাগরা বসুন্ধরা নিয়ে
কিছুই নিজস্ব নয়? নাকি সবই? সুন্দর বিভ্রম
ভাষার অতীত ভাষ্যে ভেসে যায় নদীটির জলে।

গোপন করো

আমাকে গোপন করো আমাদের গোপনতা থাক।
সব ভুল ফুল হয়ে ফুটে উঠে নাই বা জানালো
কলঙ্কশীলিত এই দিনগুলি রাতগুলি তীব্র পিপাসার
নাই বা ব্যাকুল হলো আকাশ সজল মেঘে মেঘে
কী ক্ষতি পথিক যদি হারিয়েই থাকে সোজা পথ
সবই কি দেখাও? সব? তবে এই গোপনতা ঢাকো
লুব্ধলোকচক্ষু ফেরে কঠিন কামার্ত কৌতূহলে
গ্রাম্য জনতার ঢল মফস্বল রাজধানী ভাসায়
আমাকে গোপন করো আমাদের গোপনতা থাক।
হয়তো কোথাও আছে অর্থহীনতার মানে নিরর্থকতার
অগোচরে রয়ে গেছে স্পর্শাতীত অক্ষত প্রতিমা
রূপে রূপে রূপান্তরে ফেরে ছায়া ফেরে প্রতিধ্বনি
কখনো জানিনি যাকে কখনো দেখিনি কোনো পথে
হয়তো সে নির্নিমেষ ভালবাসা জলের ফোঁটায়
ঝাপসা করে এ জীবন টলোমলো ধূসর পাতাতে

আমাকে গোপন করো আমাদের গোপনতা থাক
রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ, রাখো এই অনুনয়টুকু ঢেকে
নিহিত সত্যের মতো, হিরণ্ময় যবনিকা, শোনো
আমি এক নষ্ট কবি তনুসংহিতার দীক্ষাভারে
পদ্মের পাতায় স্থির আমাকে গোপন ক'রে রাখো।

রাস

রাসপূর্ণিমার চাঁদ, বাঁকুড়ার পাহাড়ে প্রান্তরে
এনেছো রূপের বান ভেসে যাই পৌরাণিক নদী
গ্রামে গ্রামে রাসমঞ্চে আজ খুব মহোৎসব হবে
ঘটা করে পুজো হবে যুগলমূর্তির আরাধনা

রাসপূর্ণিমার চাঁদ, আমাকে আমাকে দেখাবে না?
অপরূপ সেই দৃশ্য? যে দৃশ্যে পাগল হয় কবি
যে দৃশ্যে বাউল ক্ষ্যাপে স্তব্ধবাক বৈষ্ণবের চোখে
নির্গলিত ধারা থেকে স্নান করেন সমস্ত দেবতা?
কোথায় যে ঘণ্টা বাজে কোথায় যে বাঁশী বাজে দেখ
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু নয়ন না তিরপিত ভেল
কে গায় আকুল ক'রে গ'লে যায় সমস্ত আকাশ
কলঙ্কের হারে কার গলা ভর্তি কার এত সুখ
কার দুঃখে কালিন্দীর কালো জলে আজও যেন সোনা
আমিই জানবো না রাসপূর্ণিমার চাঁদ? গণইতে
দোষ গুণ, গুণলেশ না পাওবি যবে তুমি করিবে বিচার
লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু, আজ রাত্রে কাঁদাবো কাঁসহি।

রাস

নয়ন না তিরপিত তাই দেখি নিষ্পলক এত
প্রতিটি নিঃশ্বাস নিংড়ে রক্তে আর রক্তের বাহিরে
উন্মাদ যমুনা ধেনু চলাচল মৌহারী বেদনা
প্রতিটি তরঙ্গ থেকে চষে নিই তীব্র লীলারস
আজ রাস : বন্ধু, আজ তোমাদের কাছে থাকব আমি
প্রতিটি ইন্দ্রিয় দেখ পিপাসায় উন্মুখ কেমন
আজ পান করতে দাও রূপে ডুবে রাসপূর্ণিমায়।

অদ্বৈতানুভূতি

তোমাকে আমি বেঁধে রাখবো কীসে?
তুমি কি শুধু আমার? একা আমার?
হয়তো বা তাই; কেননা এই আমিই
এর মধ্যে ওর মধ্যে তার মধ্যে সবার
মধ্যে আছি, তা নইলে বন্ধুকে
যখনই দিই আনন্দে হই পাগল
কেমন করে অভিন্ন হই মিশে
ওর ওই ভাষণ অশ্ববাহনরূপে?
কেমন ক'রে তোমাকে নিঃশেষে
আমিও পাই সেসব রাতে বলো।

সূর্য ওঠা

আজি প্রাতে সূর্য ওঠা হোক না সফল
যেন দিতে পারি ঢেলে পিপাসার জল
আজকের তৃষিতকে, হাত ধ'রে ধ'রে
অন্ধকে পৌঁছোতে পারি যেন তার ঘরে
দুঃখীকে সান্ত্বনা দিতে সুমিষ্ট কথায়
আজ যদি ভালবেসে দিনটুকু যায়
শুধু ভালবেসে আজ তাহলে তাহলে
তুমি কি ভাসাবে দীপ অন্ধকার জলে
তুমি কি তারার ভাষা শেখাবে আমাকে
একবার দেখা দেবে অন্ধকার বাঁকে
না ভাসাও না দেখাও নাই দেখা হলো
যেন আজ ভালবাসি অশ্রু ছলোছলো
প্রতীক্ষায় প্রতিহত প্রতিটি প্রহর
যেতে যেতে ব্যর্থতার শীতল শিখর
যা কিছু পরিত্যক্ত যা কিছু ঘৃণিত
করজোড়ে যেন কাছে দাঁড়াই বিনীত
যেন অনুভবে কাঁপে অপমানিতের
করুণ বেদনাটুকু, যেন পারি দিতে
তোমাকেই হাসি মুখে যে চায় দু'হাতে
সূর্য ওঠা অসফল হয় হোক প্রাতে
কী হবে সাফল্য নিয়ে কী হবে সান্ত্বনা
ভালবাসতে পারি যেন আমার প্রার্থনা
তোমাকে অনন্তরূপে রূপে রূপান্তরে
জন্ম জন্মান্তর ঃ সুখে দুঃখে জলে ঝড়ে।

নাম

যে চায় তাকে না দিলে, ওই নাম
নেবে না কেউ, তোমাকে বললাম।

যখন সব আগুন এই হাটে
বিকোবে, খুব চাহিদা তল্লাটে।

করোনা হেলা ফুরোবে ছোট বেলা
বোঝে না গুণ চামুণ্ডা ও চেলা!

ঝড়ের পাখি পারাবারের পাখি
মাস্তুলের দেখা কি পাবে নাকি

গোপনে থাকো গোপনে রাখো সব
এখনো? এই অকুল কলরব!

যে চায়, একা যে যেতে চেয়েছিল
হলো না যাওয়া, তোমার ওই নীলও

শূন্য যার, পূর্ণ যার, নাম
জীবন-সার অপার বিশ্রাম।

হাত পেতেছি

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর
বয়স ঢাকতে তুমিও হলে বদ্ধপরিকর!
স্বপ্নে হঠাৎ ভোলাডাঙা গন্ধেশ্বরী নদী
প্রবুদ্ধ এক অশ্বত্থের পৌরাণিক বোধি
দুপুর যখন বিকেল বেলার হলুদ নীল কোলে
হারায় তার তীক্ষ্ণ ধার—জলের কল্লোলে
অগ্নিকণা অপরিণাম রক্তে নহবৎ
বাঘের মাথা বাইসনের দেখায় ও জগৎ
মধ্যিখানে চরের মতো, এপার ওপার গাঙ
জেগে থাকতে সাধ্যি যে কার সমস্ত সুনসান
আগুন চোখ শেয়াল ডাকে বরফ চোখ ভয়
বাবার হাত মুঠোয় আমার জীবন মুঠোময়

যেন হঠাৎ হাজার ঝুরি হাজার হাজার ঝুরি
মধ্যিখানের সজল শাদা চর গিয়েছে চুরি
স্বপ্নে হঠাৎ স্বপ্নে কেবল নেমেছে নিঃসাড়
বাঘের মাথা ঃ জেগেই দেখি রক্তমাথা হাড়
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা আমাকে দাও যদি
হাত পেতেছি ঃ দুম্লাহিড় ও গন্ধেশ্বরী নদী।

এইবার

অনেকবার গিয়েছি আমি আর
যাবো না কাছে যাবো না কোনোদিন
থাক না এই অকূল পারাবার
থাকে তো থাক পরস্পর ঋণ

অনেকবার বলেছি আমি আজ
নীরবে চেয়ে দেখি না কথাগুলি
অশ্রুমুখী বানায় কারুকাজ
দুপুরে দূরে রোদ্দুরের তুলি

অনেকবার বেসেছি ভালো আমি
আকাশ যাক এ জলে আজ ভিজে
হৃদয় আজ সবচে' কম দামী
এসবই আমি জেনেছি একা নিজে

অনেক দিন হলো তো এইবার
শূন্যতার গভীরতর নীল
আমাকে ঢাকো ঃ প্রার্থনার দ্বার
দু'হাতে খুলে এসেছি সাবলীল

আমাকে ঢাকো লতা ও পাতা ঘাস
আমাকে ঢাকো বৃষ্টি ঝড়ো হাওয়া
গোপন করো ও প্রিয় বারোমাস
মায়ের মতো আমার চ'লে যাওয়া

দুগ্ধাহিড়

তোমাকে রেখে এসেছি কবে
কৃষ্ণা দ্বাদশীতে
তখনো চাঁদ ওঠেনি ঠিক
অন্ধকারে দিগ্বিদিক
হারিয়েছিল কাঁদিনি আমি
সমস্ত রাত্রিতে
নিজের হাতে শেষের স্নান
করিয়ে সেই চিতা
জ্বেলেছি লাল অগ্নিময়ী
শুয়েছো তুমি অমৃতময়ী
জ্বলেছো হুহু যেভাবে জ্ব'লে
একলা গেছে পিতা

গোপনে গেলে এলো না কেউ
তোমার ছোট ঘরে
জড়িয়ে দুখ ছড়িয়ে সুখ
ঢেকেইছিলে নিজের মুখ
বলোনি কিছু কখনো শুধু
গিয়েছ জলে ঝ'রে

জানেনি কেউ তোমার কথা
গোপনতমা শুধু
অপার স্নেহে ভরেছ যতো
গিয়েছি দূরে ভুলেছি ততো
এখন রাতে বেদনাহত
হৃদয় করে ধূ ধূ

এসেছি রেখে মাটিতে জলে
আগুনে হাহাকারে
কোথায় মাগো দুগ্ধাহিড়
ঝড়ের রাতে ভয় নিবিড়
ভেসেই চলি নাই যে তীর
অকূল পারাবারে

দৃষ্টি

তাকালেই বোঝা যায় তাকিয়ে রয়েছে
দশটি দিগন্ত থেকে ঊর্ধ্ব অধঃ থেকে
না তাকিয়েও অনুভব করা যায়
একটি দৃষ্টির স্পর্শ স্নায়ুর শিরায়।

কী দেখে এমন নিষ্পলক কী যে দেখে!
দারুণ অস্বস্তিকর। মনের গোপন কুঠুরিও
জ্ব'লে উঠে আলোকিত হয়ে ওঠে সব
আমার নিজস্ব কিছু ব্যক্তিগত কিছু
গভীর গোপন কিছু থাকবে না আমার?

প্রতিদিন

প্রতিদিন সরে যাই ঝ'রে যাই পথে
ভীষণ কিনার থেকে আর কোনোমতে
পিছোতে পারি না, টানে সম্মুখের জল
ছলছল শব্দে, মুঠো শেকড় সম্বল
এত ভয় কোথায় যে ছিল এত ভয়
কোথায় যে ধ্যান জ্ঞান! অবিশ্বাসময়
সমস্ত আকাশ মৌন! কে যেন বৃষ্টিতে
শুকোতে দিয়েছে দেহ অবিমৃশ্য শীতে
কে যেন কেবলই বলে সরো সরো সরো
প্রতিদিন প্রবাহিত অন্ধ থরো থরো
স্নেহস্রোতে ভেসে যায় প্রতিশ্রুতি দিন
মুঠোয় শেকড় ধুলো বালি আর ঋণ

এলে না এলে

তুমি এলে, তুমি থাকলে
আমার কিছু হয় না।
তুমি এসে সুগন্ধ ছড়িয়ে চলে গেছ।
আমার সব কাজ পড়ে আছে
অগোছালো সংসার
শূন্য শাদা পাতা।
আবার, তুমি না এলেও আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না
কিচ্ছু না
সব আলুনি সব বিস্বাদ।
কী যে করি!

তোমার গ্রামে

আজ আমার ইচ্ছে করছে না কিচ্ছু করতে
আজ সব অগোছালো থাকুক
আমি তোমার কাছে যাব, মা।
জয়রামবাটি কতদূর? নাকি তুমি দক্ষিণেশ্বরে আছ?
অথবা বেলুড় মঠে?
আমি তোমার কাছে যাব, মা
তোমার গ্রামেই ভালো
আমি শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে দেব তোমার রান্নার জন্যে
গোবরমাটিতে নিকিয়ে দেব মাটির উঠোন
তুলে আনব কাঁটানটে গিমা শ্বেতপুর্ণা শুশনি শাকপাতা
তোমার হাত থেকে ভাঙা কাপ নিয়ে
দুধ চেয়ে আনব বাড়ি বাড়ি
আমি সেলাই করতে জানি দুঃখ
তোমার কাপড় ছিঁড়লে ভয় নেই মা
মাটির দাওয়ায় তুমি বসে থাকবে আমি বসে থাকব
আমাদের কাছে লুটিয়ে থাকবে জ্যোৎস্না
জেগে থাকবে পাখি
তোমাকে আমি পড়ে শোনাব সীতার বনবাস
ঘুমন্ত জয়রামবাটির চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলে
স্নান তর্পণ করবেন ঋষিরা।

সোনার সেতার

যমুনা, কেউ ভালবাসলে
বুঝতে পার? সেতার বাজে!
বুঝতে পার সমস্ত তার
কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে
মূর্চ্ছিত হয় ভূলুণ্ঠিত?
জলের, চোখের জলের ভাষা
পড়তে তুমি কী সাবলিল!
মুখের রেখায় ঠোঁটের রেখায়
কোন পিপাসা কী প্রার্থনা
কী কষ্ট তার কিসের কষ্ট!
ও নদী, কেউ সারা দুপুর
সারা বিকেল দাঁড়িয়ে থাকলে
সমস্ত রাত অন্ধকারে
তাকিয়ে থাকলে তাকিয়ে থাকলে
কষ্ট হয় না? কষ্ট হয় না?
যমুনা, তার ছোট্ট ঘরে
অনন্তকাল স্মৃতির গন্ধ
অনন্তকাল স্মৃতির স্পর্শ
অনন্তকাল ভালবাসার
সোনার সেতার বেজেই যাচ্ছে

পড়ানো

আমি এখনও পড়াই
আমি এখনও পড়াই

অনেকখানি চড়াই
জড়াই এবং ছড়াই
বিষাক্ত লালপাতা
মুগ্ধ পরিত্রাতা
প্রশ্ন করেন হেসে
কে নেই বলো কে সে?

বলবো না তার নাম
বারান্দা আর থাম
রোদ্দুরে জলপিঁড়ি
উঠছে নামছে সিঁড়ি
ক্লাশ এখনও ক্লাশ
মাসের পরে মাস
চকখড়িদের গুঁড়ো
চুল করে দেয় বুড়ো

আমি এখনও পড়াই
তাকে এবং জড়াই
একটি কাহিনীতে
এবং বিপরীতে
যে নেই গেছে চ'লে
ক্লাশগুলি শেষ হলে
তাকে এখনও ডাকি
ও নদী, যাও নাকি?

পুনশ্চ

আমার প্রার্থনা ছিল : আমাকে প্রেমের কবি করো।
তোমার সম্পূর্ণ ভার অন্ধকার কবিতা আমার
নিয়েছে। যমুনা, শুধু কবিতা-সম্ভব! এ হৃদয়?
একবার যমুনা-লোকে নিয়ে চলো কবিতা মাড়িয়ে।

সময়

এ এক সময় যখন কোথাও জল পড়ে না পাতা নড়ে না
কেউ থাকে না অপেক্ষাতে, কেউ আসে না, কাহিনীহীন
সবাই একা সংঘে স্রোতে বিপজ্জনক রাস্তা পেরোয়
সবাই সহজ ব্রহ্মজ্ঞানী, কী নির্বিকার, জগৎ মিথ্যে!
হৃদয়? সেকি! লুকোয় অভিধানের পাতায় চলন্তিকায়
প্রেতের মতো ধূসর কালো ছায়ার মতো মানুষ মানুষ
এখন হাওয়ায় নড়ে না কল শুধু পাথর শ্রীবিগ্রহ
দীক্ষা-ঢালের আড়ালে নীল দিনরজনী চিবুকে ঝোল
আবোল তাবোল ওরাং ওটাং এখন জগৎ কবিসভায়
শব্দধূমে আকাশ কালো, ছন্দ ফন্দ? হা শঙ্খ ঘোষ!
ধূর্ত চতুর হাওয়ায় কেবল ক্যালেণ্ডারের পাতা বদল?
পোশাক বদল নিশান বদল বাসা বদল আলিঙ্গনও
এ এক সময় যখন কোথাও আলো জ্বলে না হ্যালোজিনেও

গোপন

বেশ, তবে কবিতায় ফুটে ওঠো শাদা ওড়না কালচে লাল টিপ
ঠোঁটের তিলপর্ণী দাগ উপদ্রুত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সশরীর
জন্মের মৃত্যুর মাঝে অঝোর বৃষ্টির মতো চোখের চুম্বন অধিকার
খাতায় অক্ষরে ঝ'রে ঝ'রে পড়ো শব্দ ক'রে ছন্দের বন্ধনে

বাস্তবিক, কথামৃত রক্ষাকবচের কাজ কতখানি করবে জানা নেই
রুক্ষ রুদ্রাক্ষের ইচ্ছে কী যে আমরা দুজনেই কুতো মনুষ্যা
ন যযৌ থমকে আছে আসন্ন প্রৌঢ়ত্ব তীব্র চৌকাঠের পারে
আমাদের ছুঁৎমার্গ শুচিবায় স্বরচিত ধর্মাধিক আজও

ভুল কোনো পাপ নয়, পাপও কোনো পাপ নয়, অন্ধতা অন্ধতা
কেবল জলের ভার গুহায় নিহিত ভার বিক্ষিপ্ত বিকার
শুধু অন্ধ মনস্তাপ শুধু বন্ধ বাঁকানো গলির স্ফীত শিরা
বলো, আজ ছায়া ছাড়া কাকে পাবে কাকে পাশে পাবে অবেলায়

এই একটু আগে যেন ধুলো ভরা আমার গমনপথে গ্রাম
এই একটু আগে যেন সোনা পথ পথের শহর রাজধানী

ছেড়ে এলাম, একটু আগে ভারতীয় দর্শনের ক্লাশে দেখা হলো
অথচ প্রতিটি বিন্দু স্তব্ধ হিম যোজন-বিস্তার ব্যবধানে

প্রথম চিঠির মতো দুপুরের চিলেকোঠার মতো তুমি ঘুণাক্ষরে থাকো।

দিনগুলি রাতগুলি

ছেলেমানুষের মতো দিনগুলি আর রাতগুলি
চিলেকোঠায় বাঁশবনে আদুল পুকুরে তরুতলে
একটি সহজ ঋজু শাদা পথে নদীর কিনারে
ছড়িয়ে দিলাম; যেন প্রৌঢ় পাঞ্জাবীর দীর্ঘ হাতা
কাকতাড়ুয়ার মতো, কিশোর দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে
একটি কিশোরী যদি পড়তে আসে যদি
বাস স্টপের দিকে যায় যদি দেখা হয় যদি দেখা—
সিরিও কমিক গল্প ঃ হেসে ওঠে ঝুরিময় বটে
মান্ধাতার পেঁচা, হাসে লেজ নাচিয়ে সিপাই বুলবুলি
নষ্ট হল; নষ্ট হল? দিনগুলি আর রাতগুলি?

এই একটু আগে যেন

এই একটু আগে যেন দেখা হলো দর্শনের ক্লাশে
এই একটু আগে যেন এসেছিলে দুপুরে সেদিন
যেন ছুঁয়ে আছো তেমনি আমার পায়ের পাতা তুমি
এইমাত্র হাত নেড়ে আসছি ব'লে চ'লে গেলে বাস স্টপের দিকে

ফুলের গন্ধের মতো স্মৃতি টুকরো সোনার সেতার ছেঁড়া তার
আমার খড়কুটোর মধ্যে, ডানা মুড়ে বসে আছি দেখ
নির্বন্ধের মতো, ক্লান্ত গোধূলির আলো আসছে নিভে
পুরনো পুঁথির মতো বাঁকুড়া, ধূসর পাতা এ নতুনচটি

কেন ভালবাসতে ভয় কেন ভয় বেজে উঠতে এত?
পা ফেলে পা ফেলে তবে এলে কেন ছায়াযাদুঘরে?
শুধু 'ভালো আছো'? শুধু 'আসছি'। বাকি অনুক্ত সংলাপ।
অবশ শরীর ছুঁয়ে একটি কিশোর যায় আসে যায়
যেন কার খোঁজে

তাকে ছোঁয়নি দিনগুলি এত ক্লাশ ব্ল্যাকবোর্ড চকখড়ি
কউ নেয়নি কেড়ে তার মুঠো থেকে ছলচ্ছল নদী
হারায়নি কিছুই তার ফুরোয়নি আশ্চর্য গল্প পল্লবিত ন'টে
এই একটু আগে যেন লেখা হলো মোছা হলো লেখা হলো মোছা ....

ধান

দেবদারুপাতা থেকে সোনার চিরুনি
নিয়ে কি বানিয়েছিলে ও নদী, বিনুনি
জলের সিঁড়িতে নামে রোদ্দুরে ঢল
ও নদী, তোমার পায়ে ঘাসের চঞ্চল
জ্যোৎস্নারা দুটি ঠোঁটে দিয়ে যায় চুমো
শুনেছো, শুনেছো তারা এসে বলে ঘুমো
বৃষ্টিরা ভিড় করে জানালাতে এসে
বলেনি কি, ঘর ছেড়ে পথে এসো, হেসে
ও যমুনা নদী, ওঠো দেখ কে দাঁড়িয়ে
ঝাঁটিপাহাড়ীর পথে বেদনা মাড়িয়ে
থাক না ছড়িয়ে বই পড়ে থাক খাতা
কে তোমাকে ডাকে, যাও, বলে ঝাউপাতা
কে শুধু তাকিয়ে থাকে তাকিয়েই থাকে
তোমার গমন পথে, দেখে কি তোমাকে
ছুঁয়ে কি তোমার মন চোখে তার জল!
ও নদী, ঝরেই যায় ঝরে অবিরল
যে লেখে তোমার নাম এলে না এখনও
তুমি তার দেহ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখ মনও
তোমার ঠোঁটের দাগে যমুনার টান
তোমার মুঠোয় ঝরে রাশি রাশি ধান।

দিনান্ত

তুমি কখনো আর
কখনো আর
আসবে না?

সুদূর দুটি চোখের
গভীর চোখের
ভাষায়
বলবে না?

আমার কেটেছে দিন
দুপুর
বিকেল
দিনান্ত।

আমার ফুরোবে সব
গল্প
নটে
মুড়োবে।

তুমি যাবার আগে
একটু ভালো
বাসলে না?

আমি ডাকব না আর
ডাকব না আর
ডাকব না
এই এদিকে—

মনে মনে

পা ফেলে পা ফেলে আসবে পথে
আমি কি দাঁড়িয়ে থাকব আর
ডেকে আনব সেদিনের মতো?
কিছু ভাবতে পারে তো বন্ধুরা?

সব সময় ঘিরে থাকে ভিড়
কোনোদিন একাকী হলে না
আমার কি কথা আছে কিছু?
জানি না জানি না আমি নিজে।

আর তো কয়েকটা দিন আছি
তুমিও কয়েকটা দিন আছ
তারপর গ্রীষ্ম বর্ষা শীত
শরৎ হেমন্ত বারোমাস

সব থাকবে ধুলোতে বালিতে
সব থাকবে মেঘে মেঘে জলে
মনে পড়বে, পড়বে না, আমার
মনে পড়বে, পড়বে না, তোমার?

একদিন

চকখড়িতে জীবন যাপন
তোমরা বৃথাই আঘাত করো
সইতে সইতে ন হন্যতে
হাত পা মাথায় শুভ্র গুঁড়ো
চকখড়িতে চকখড়িতে

এই যে চতুর চিহ্নকরণ
এর মানে কি কেউ বোঝে না?
শ্লেটের ওপর ছবির মতো
ব্ল্যাকবোর্ডে দুপুরের মতো
লিখতে লিখতে
মুছতে মুছতে
যাবজ্জীবন

তোমরা বৃথাই আঘাত করো
এই অপঘাত এই অপমান
মুছতে ভীষণ কষ্ট হবে
বুঝবে তখন কি ভুল
তখন
বুদ্ধি মেধা বিক্রি করার
বাজার তো নেই
হাজার রকম
সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবী

নিরপরাধ একটি কিশোর
অপাপবিদ্ধা একটি মেয়ে
চোখ তুলে কি জানতে চাইবে
আ, কী হলো?
কী হয়েছে?

সূক্ষ্মদেহ

আমার প্রাসাদশীর্ষে কাল রাতে নেমে এসেছিল
প্রেতায়িত ছায়াযাদু ভৌতিক আহ্বান সারারাত
গথিকে খিলানে ঝাড়লণ্ঠনে কার্পেটে রাজকীয়
ঝম ঝম ঝম ঝম শব্দহীন ধ্বনি উৎসহীন
করুণ মিনতি মাখা চোখের উন্মুখে চুমো জল
ভিজিয়ে দিয়েছে সত্তা ইন্দ্রিয়বিহীন সূক্ষ্মদেহ
কাল সারারাত তার আলিঙ্গনে মৃত্যু ঝরে গেছে
আমার পায়ের কাছে রাত্রির ফেনায় ঝড়ো বেগে
ভুবনমোহিনী-মায়া-টানা-জাল ঘুমিয়ে অসাড়
প্রতিটি ঘাসের শীর্ষ নক্ষত্রের বিন্দু বিন্দু আলো
ভূতগ্রস্ত সারারাত ধক্ ধক্ হৃৎপিণ্ডে ছলছল নদী
রক্তস্ফীত ধমনীতে ঘূর্ণিপাক খুলে যাচ্ছে সব
ঘুমন্ত পদ্মেরা আর ঝলকে ঝলকে উঠছে সুধা
অনির্বচনীয় এক মানুষের অনির্বচনীয় আনন্দের।
মেঘের মিনারে লেখা, সকালেও; এ পৃথিবী-লোক।

চোখ

চোখ কি শরীর? আমি ভাবিনি কখনও।
দেখেছি অনন্ত নীল আকাশ, আকাশে
উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি, আলো, মেঘ ছায়া
সুগন্ধি ঘাস ফুল হাসছে মৃদুল হাওয়ায়
সসাগরা ধরিত্রীর ব্যথা ভুল ভয় ও হৃদয়
চোখে, শুধু চোখে আমি দেখেছি আকাশ।

চোখ কি সর্বস্ব নেয়, চোখ কি সর্বস্ব দিতে পারে?
তা না হলে এত নিঃস্ব লাগে কেন বলো
তা না হলে এত পূর্ণ লাগে কেন বলো!
চোখের হৃদয় থেকে ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা জল
কী করে ভেজাতে পারে—ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো-কে!

চোখের ভিতর দিয়ে সনাতনী তোমাকে দেখেছি।

মায়া

আসোনি উন্মুখ পত্রে ঝুঁকে থাকা অন্তিম জবায়
মৃত্যুর পরাগ কীর্ণ পথে পথে পাইনের বনে
রাখোনি সজল ওষ্ঠ হৃদয়র ক্ষতে কোনোদিন
আজ আমি কোথায় রাখবো হাতে ধরে বসাবো কোথায়
আমি সব ভুলে যেতে নিজেকে নিজের কাছ থেকে
সরিয়ে নিয়েছি আজ বহুদিন ঃ তবু তুমি এলে
আবার তোমার হাতে টানা জালে গুটিয়ে আমাকে
সর্বস্ব ফিরিয়ে দিতে! আর আমার করতল কই
কোথায় অঞ্জলিবদ্ধ প্রার্থনার সানুনয় দেহ!
স্পর্শাতীত এত কাছে ছুঁয়ে থাকা—, এও মায়া, এও তোর মায়া।

সকাল

আজ রাস্তা রোমাঞ্চিত সেগুনের ফুল
ঝরছে হাওয়া মৃদুমন্দ মেঘেরা নেমেছে
প্রান্তরে চাঁপার মতো রোদ্দুরের ঢল
আজ তুমি আসবে যাবে নতুনচটিতে

তোমাকে কি ভালবাসে কেউ এখানে? বাসে?
তুমি তাকে? বলো আজ, স্রোতোত্তরা নদী
তুমি তাকে? দেখ দেখ সুন্দর সকাল
আমাকে বিহ্বল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে

তুমি আসবে বলে তুমি আজ আসবে বলে।

চিহ্ন

এইখানে নদী ছিল ওইখানে পুরনো পাথর
ঝুরিময় বটে বটে ছায়াঘেরা লাল পথরেখা
একটি কিশোর ছিল একটি কিশোরী ছিল একা
হেঁটে যেতে যেতে জেগে থাকা উৎস উৎসের আতর

সব শুভ্র পিপাসামণ্ডল সব শুভ্র সায়ন্তন জল।

যেতে আসতে

যেতে আসতে কি পড়েছে মনে
আতুর আমাকে একটি বার
আজ আমি যাব না গভীর বনে
জোৎস্না থাক বা অন্ধকার

আজকে ভাবব তোমাকে একা
আজকে লিখব কথা তোমার
আজকে এই যে হল না দেখা
একথা ভেবে কি এ মনোভার

যেতে যেতে চোখ তুলেছিলে কি
ফিরে আসতে কি তাকিয়েছিলে
আমি গেছি গিয়ে দেখেছি একি
চলে গেছ, স্মৃতি সারা নিখিলে

আজ আমি যাব না গহন বনে
জোৎস্না থাক বা অন্ধকার
স্মৃতি-মাধুরিতে নিজের মনে
জাগব, ঘুমোবে এ সংসার।

আজ

বাস আসবে কাশীপুর থেকে
আর মাত্র পনেরো মিনিট
এখনও তৈরীর কিছু বাকি?
স্টপ বাড়ি থেকে কতো দূর?

ন'টায় ট্রেকারে এই পথে
যাবে, মনে পড়বে আমাকে কি?
কেউ ভাবছে কেউ ভাবছে বসে
জানালায় দূরের দরজায়

ছুটি হলে ফেরার সময়
একবার আসা যায় না আজ?
একবার ওই চোখে ছুঁয়ে
যাওয়া যায় না এ মেঘ আকাশ?

খুব ইচ্ছে করছে ছুটে যাই
ব্যাকুল দাঁড়াই গিয়ে পথে
কী ভাববে বন্ধুরা, কোনোমতে
বসে থাকি, সঙ্গী কবিতাই

তুমি আসবে তুমি যাবে তুমি
আমাকে ব্যাকুলতর করে
ও নদী চোখের দেখটুকু
হবে না হবে না আমাদের?

করুণা

আজ দাঁড়াবো না পথে তুমি যাও তুমি ব্যথা পাও
আমি কি পাইনি রোজ অন্ধ করাঘাতে?
চোখের পিপাসা থাক তৃষ্ণা থাক কষ্ট থাক আজ
ঘরে বসে লিখে রাখব তোমার ও চোখের যমুনা
আজ তুমি চলে গেলে হেঁটে হেঁটে সারাটা দুপুর
অন্যমনস্কের পথে প্রান্তরে দিগন্তে গিয়ে ছোঁব
তোমার উজ্জ্বল স্রোত ভাঙা ঢল জাহ্নবী করুণা।

আবির্ভাব

আমাকে শেখাবে ব'লে এসেছো যখন
কেন বৃথা চ'লে যাবে রক্ত গোধূলির আলোপথে
দেখ আজ নেমেছে কেমন জলরেখা
ঘিরেছে আকাশে মেঘভার, তুমি থাকো
আমাকে শেখাও—আমি দীক্ষাভীরু রয়েছি তাকিয়ে
আমি তো পথেই, তুমি চেনাও গমনপথরেখা
সব ভুল ফুল হয়ে ফুটুক এবার অবেলায়
যেও না এভাবে ফেলে অন্ধকারে মায়াজালে আজ
প্রতিটি স্তবের জন্যে এ হৃদয় শিরা উপশিরা
ছিড়েছি আঘাতে, তুমি জানো সব, তবে
যেও না একাকী ফেলে, শেখাও শব্দের
অন্তর্গত ধ্বনি অর্থ ব্যঞ্জনা ফুৎকার
তোমার শঙ্খের ওষ্ঠে অন্তহীন চোখের আকাশে
আমার সমস্ত প্রণিপাতে প্রশ্নে প্রপন্নার্তি ঘিরে
গ্রন্থিগুলি ছিন্ন করো হে কিশোরী, স্পর্শের জাদুতে
আমাকে শেখাও জন্ম মৃত্যুহীন নিত্য স্থিরতাকে
আমার সমস্ত নিঃস্ব পূর্ণ করো দুহাতে তোমার।

ভাষা

এইবার মুখোমুখি হ'লে আমি জেনে নেব তুমি
কেন ঝাঁপ দিয়ে আসো বৃষ্টিরেখা ঘিরে সারারাত
কেন এত ঝুঁকে থাকো আমার ঘুমন্ত মুখে শিয়রের কাছে
কেন ডাকো ডানা মুড়ে বসে থাকা পাখি হয়ে গোধূলিবেলায়
কেন এত অবিরল ঝরো আর ঝরো আর ঝরে যাও তুমি
জানি তো আবার ঠিক দেখা হবে কোবিদার বনে তরুতলে
সিন্ধুবারতরুতলে চন্দনবাসিত নিশা অবসানে দেখো
জলকমলের মতো তুমি হাসবে পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যাকুলতা ঢেলে
আর আমি জেনে নেব নীরব কণকবর্ণ কুবলয়কলিকার ভাষা।

এই আনন্দ

এই যে তোমার নাম লিখলাম
এই যে তোমার নাম লিখলাম
গভীর গোপন
হৃদয়তলে ব্যথার জলে সারাটা দিন
এই যে তোমার ছায়াশরীর
অথৈ নীলে
খুঁজে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে
বিকেল হলো
শুশ্রূষাহীন এই যে দুচোখ সজল
বলো
এর মানে কি, অর্থবিহীন, মরুপথিক
উঠলো ডুবলো ধ্রুবতারা
এমন নিঃস্ব এমন রিক্ত এমন দুঃখী
সর্বস্বহারা
এমন পূর্ণ কী করে হয়!
এই আনন্দ
দুঃখ-বিলাস, এই আনন্দ
ছড়ায় গড়ায়
তোমার নামে ভাসায় আমার আনন্দ-লোক

তবু

যমুনা, তোমার নাম লিখি
অন্ধকার নিরঞ্জন জলে
যমুনা, তোমার কথা লিখি
এ পৃথিবী শব্দহীন হলে

যমুনা, তোমার কথা ভাবি
এ হৃদয়ে ফুটলে কমল
যমুনা, তোমার মুখ ভাবি
টলোমলো একবিন্দু জল

যমুনা, এ পরিণামহীন
ভালবাসা ভেসে ভেসে যায়
তোমার অপরিশোধ্য ঋণ
ঝরে গেল পদ্মের পাতায়

তবু লিখি তবু অবিরল
তুমি পড়বে অথবা পড়বে না
কোনোদিন হে অননুতপা
স্মৃতিগন্ধ মনে হবে চেনা

প্রার্থনা

তোমার ওমুখে স্নিগ্ধ পদ্মরেণু হিমদ্রব সম্পাতে সুন্দর
কেন এত পরিম্লান? পায়ে কেন পথপঙ্কধূলি?
উৎকণ্ঠিতা নতমুখী, বিশ্লথ কবরীভারে কেন
মৃত শুষ্ক পত্রভার? জ্যোতির্লেখা তাপসিকা, একি!
আমিই দিয়েছি রুক্ষ রুদ্রাক্ষ ও দুটি হাতে; তবে, তপস্বিনী
হও, ওই বরতনু বল্কলবসনে ঢাকো, প্রার্থনা করিনি কোনোদিন।

প্রার্থনা করেছি : তুমি সুখী হও শান্তি পাও, আরাধ্য তোমার
লব্ধ হোক, মর্ত্যের মৃত্তিকালগ্ন হৃৎপদ্ম বিকশিত হোক
ব্যথার মৃণালে ভর ক'রে; আর মুগ্ধনেত্রসম্পাতে আমাকে পূর্ণ ক'রে।

আসা

তুমি এসেছিলে বলে সারাদিন একটি দুপুর
চঞ্চল ব্যাকুল; তুমি আসোনি বলেই এ বিকেল
স্তব্ধ স্থির অনপেক্ষ; সন্ধ্যার অঞ্জলি ঝরে যায়
একটি সকালের জন্যে কোনোদিন তুমি আসবে বলে।

বস্তুত আসা না আসা হৃদয়ের বেদনা বিভ্রম
কবিতার কারুকার্যে গেঁথে যায়—বিদায় বললেও
আমাদের দেখা হয় কথা হয় ছোঁয়া হয় আর
অবশ শরীর নিয়ে পরস্পর ভালবাসা হয়

তুমি দীর্ঘ চোখ দিয়ে চোখের সর্বস্ব দিয়ে চাও
আর পদ্মগুলি ফোটে মণিপুরে আজ্ঞাচক্রে দেখি
সুষুম্না-লোকের শূন্যে মহাকাশে লক্ষ লক্ষ তারা
পেরিয়ে ব্যাকুল দ্রুত ছুটে আসে তরঙ্গ মুখর

আমি টালমাটাল হাঁটি পথে পথে তবু সারাদিন!

দুপ্রান্ত

ভুলে যেতে যেতে পথে তরুতলে ঘুমিয়ে ছিলাম
আমার সমস্ত মুখে লেগে আছে চোখের শুশ্রূষা
তার কিছু মনে আছে? এখনও পড়াতে হয় ক্লাশে
জানালায় জানালায় দিগন্তের ধু ধু নীল হাওয়া
আকাশ-উপুড় করা বর্ষা শুধু বাঁটিপাহাড়ীতে
নতুনচটিতে বালি শাদা বালি তাতল সৈকত।

পূর্বাভাস

কাল খুব বৃষ্টি হবে ঠিক যখন পেরোবে এপথ
কাল ঝড়ো হাওয়া বইবে ঠিক যখন পেরোবে এ পথ
বাধা হয়ে আসতে হবে বাধা হয়ে আসবে হবে দেখো
তোমার সর্বাঙ্গ-সিক্ত দেহ থেকে ঝরে পড়বে জল
ঝরে পড়বে অবিরল অন্ধকার আতুর প্রার্থনা
কাল খুব ঝড় হবে বৃষ্টি হবে বজ্রসহ নতুনচটিতে।

অন্ধকার

শুধু নাম-সার
কেটেছে আমার
দুরূহ দুপুর

এখন বিকেলে
পা ফেলে পা ফেলে
রোদের নূপুর

বাজালে অরূপা।
ম্লান অনুতপা
আমার গোধুলি

পেতেছে দুহাত
দেখ দিনরাত
নিতে ব্যথাগুলি

আর তারপর
অন্ধকার ঘর
অন্ধকার হাওয়া

অন্ধকার মুখ
ম্লান নিরুৎসুক
শেষ হবে চাওয়া।

অমৃতময়ী

ও নদী, আমি তোমাকে আর কোথাও খুঁজবো না।
বৃষ্টি হবে অন্ধকার শ্রাবণ রজনীতে
বেদনা ধূলিমলিন পথে বইবে ঝড়ো হাওয়া
কণ্টকিত হিমের নীল নখরাঘাতে শীতে
জীর্ণ হবে ছিন্ন হবে তৃষিত পথ-চাওয়া
ও নদী, আর ছলনাভার এখানে বুঝবো না।

ও নদী, আম বলিনি কিছু রাখিনি প্রার্থনা।
শিল্পরুচিরম্য নীল পাষাণে বরতনু
স্বপ্নলোকে ডেকেছে ঢেলে আকুল বিভ্রম
সূর্যকরবিকরজলে শোণিতকণা অণু
রক্তকোকনদে যে দিল, আমার একি কম!
যমুনা, কোনো কথা কি ছিল? ছিল না। সান্ত্বনা।

যমুনা, থাকো গোপনে, সুধা গন্ধে শুধু ভরো
যমুনা, থাকো গোপনে, শুধু একাকী আমি দেখি
যমুনা, থাকো গোপনে, নীল বেদনালোকে ঝরো
অমৃতময়ী, আত্মহারা; এসেছো তুমি! একি!

পুরনো নায়িকা

হয়তো আজই এই আতপতাপিত মধ্যদিনে
নীলাঞ্জন ছায়া নামবে দূর দিগ্বলয়ে অনুরাগে
সমস্ত সংহত মায়া বুকে নিয়ে শুভ্রপিপাসার প্রিয় মেঘে
নেমে আসবে সিক্ত হবে মর্ত্যের মৃত্তিকা ডাকবে কেকা
হয়তো এখনি ফুটবে ভুকদম্ব শিরিষ সেগুন
হয়তো এই একটু পরে বিন্দু বিন্দু রোমাঞ্চে পা রেখে
তুমি আসবে তুমি আসবে পৃথিবীর পুরনো নায়িকা

বিশ্বাসপ্রবণ স্তব্ধ ধ্যানমগ্ন সূর্যকরণিকর সম্পাতে
সমস্ত সকাল মৌন ব্যথাবাষ্পাসারে শিহরিত
যেন অন্বেষণ-ক্লান্ত প্রতীক্ষার রক্তকোকনদ অঞ্জলিতে
প্রণতিমুদ্রায় তুমি আবির্ভূত হবে আজই পাথর বেদীতে।

পৃথিবীর ভিড়ে

তোমাকে বলব তোমাকেই শুধু তোমাকে।
অথচ কিছুতে সেটুকু সময় হলো না।
অথচ সকাল গড়িয়ে দুপুরে মিশেছে
অথচ দুপুর এনেছে রক্ত গোধূলি।
তাহলেঃ সে কথা তুমি ভালো জানো, আমিও
সে কথা জেনেছে কবিতালোকের মেঘেরা
একটি নীরব নতমুখী নদী তার জল
জানো তো, সবাই, সকলে করেছে ছলনা।

তোমাকে বলব তোমাকেই শুধু তোমাকে
আবার কখনো দেখা হলে, যদি দেখা হয়
তুমি পড়ে নিও দুচোখে আমার, আমিও
তোমার শোভন সুরুচিরা দুটি নয়নে
আমার না লেখা একটি নিবিড় কবিতা।

পৃথিবীর ভিড়ে কোলাহলে ধুলোবালিতে
তোমাকে তোমাকে তোমাকে এবং তোমাকে।

যৌবন

এসেছে তোমার কাছে; ওতপ্রোত জড়িয়ে ধরেছে।
তাই মুগ্ধ, লুব্ধ, এত নিষ্পলক। আচরণহীন।
জ্বলেছে পূজার দীপ। স্নিগ্ধ সুবাসিত শুভ্র আলো।
উদ্ভিন্ন সহস্রদল পদ্ম। বিচলিত চিত্ত। জ্বালা।
গোপন মধুর কান্না। অনুরাগ। বিন্দু বিন্দু জল।
আকাশ উপুড় জোৎস্না। উপচে পড়া শিহরিত ব্যথা।
লজ্জানতা কুণ্ঠিতা ব্রততী। তরঙ্গিতা সমুদ্রসম্ভবা।
চপলিকা কিশোরী, দেখ কে এসেছে এত কাছে আজ।

সে

সে কখনও কবি নয়, সে কখনও কবি হতে পারে
এত টলোমলো জল চোখে নিয়ে এমন সংসারে!

কেন যে

আগুনে পোড়ে না যে তার
ব্যথিত এ মনোভার
ভেজে না কখনও যে জলে
উড়িয়ে নেবে তাকে বলে
সহসা আসে এত হাওয়া
ঝাঁপিয়ে আসে এত মেঘ
ছিল না কোনো দাবি দাওয়া
কেন যে এমন উদ্বেগ
তবুও থাকে তাকে ঘিরে
ছায়ার পিছু পিছু ছায়া
দিনের পরে দিন ফিরে
ছড়ায় পথে পথে মায়া
কেন যে ছুঁয়ে থাক তুমি
কেন যে ভুলে থাক তাকে
কেন যে চলে যাও তুমি
ন হন্যতে সত্তাকে।